আমিরাতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে লাইসেন্স ছাড়া কুরআন শিক্ষাদান মানা

সারে-জমিন

৭ লক্ষেরও বেশি ভোটে জয়, রেকর্ড অভিষেকের

রূপসী বাংলা

পরিবেশ দিবস ও আমাদের অপরিণামদর্শিতা

সম্পাদকীয়

চার কেন্দ্রে বামেদের পিছনে ফেলে তৃতীয় আইএসএফ

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৫ জুন, ২০২৪
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২৭ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

উগান্ডাকে উড়িয়ে শুরু আফগানিস্তানের বিশ্বকাপ

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 152 ■ Daily APONZONE ■ 5 June 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

বাংলায় সবুজ ঝড়

মোদির অবিলম্বে পদত্যাগ চাই: মমতা

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার ভোট গণনার শুরুর কিছুক্ষণ পর থেকেই কালীঘাটে জটলা শুরু হয়ে যায় তৃণমূল সমর্থকদের। একের পর এক আসনে তৃণমূল প্রার্থীর এগিয়ে থাকার খবর আসতে থাকায় ভিড় বাড়তে থাকে। পরে তারা সবুজ আবিরে মেতে ওঠেন। মমতা ম্যাজিকে তৃণমূল প্রার্থীদের ব্যাপক জয়ের খবর আসতেই কালীঘাট হয়ে ওঠে সবুজে সবুজ। আর ম্রিয়মান হয়ে পড়ে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি হাতিয়ার করেছিল সন্দেশখালি থেকে শুরু করে স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি। সেসবই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল মমতা ম্যাজিকে। মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে উন্নয়নের হাতিয়ার, চাকরি হারাদের পাশে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হওয়া ব্যাপর সাফল্যের মুখ দেখাল তৃণমূলকে। বাংলা দখরের স্বপ্ন চূর্ণ হল মোদি-অমিত শাহের। একই সঙ্গে সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপির হইহই মাঠে মারা গেল। সেই সন্দেশখালিতেই গো হারা হেরে গেল বিজেপি। বাংলার মানুষ আস্থা রাখল মমতা ও অভিষেক জুটির উপর। আদালতের রায়ে যারা চাকরিহারা, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সহমর্মিতা দেখানোর ফল মমতা পেলেন নির্বাচনের ভোট বাক্সে। তবে, যেভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে মেতেছিল তৃণমূল, তার ফায়দা তুলেছে বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। তাদের মতে, বাড়ির মা-বোনেদের প্রতি মাসে ৫০০ টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে হাজার টাকা করার প্রতিশ্রুতি রাজ্যের মহিলা ভোটারদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল 'মমতাময়ী' সরকার। বাংলাকে শাস্তি দিতে বিভিন্ন বাংলার প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছে করে আটকে রেখেছে বলে বারবার তোপ দেগেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি ব্যুমেরাং হয়ে মমতার উপরিই আস্থা রেখেছে বাংলার মানুষ।

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে সমস্ত বুথ ফেরত সমীক্ষাকে উড়িয়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ২৯টি আসনে জয়লাভ করেছে। আর বুথ ফেরত সমীক্ষায় তৃণমূলের থেকে এগিয়ে রাখা বিজেপি পেয়েছে মাত্র ১২টি আসন। ফলে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভা নির্বাচনের মতো সবুজ রঙে রেঙে উঠল। আর এই জয় নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বললেন। অত্যাচারী, স্বৈরাচারী বিজেপি দেশের মানুষের সামনে, দেশের সংবিধানের সামনে এবং সর্বোপরি দেশের গণতন্ত্রের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল। সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তরের একের পর অনৈতিক ব্যবহার, বিচার ব্যবস্থার একাংশকে প্রভাবিত করা এবং গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ - সংবাদমাধ্যমকেও নিজেদের অঙ্গুলিহেলনে চালনার ফলাফল হাতেনাতে পেল অপশাসক বিজেপি। সকল চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের যোগ্য জবাব দিয়েছে দেশের মানুষ। এই জয় গণতন্ত্রের জয়, মানুষের জয়। পশ্চিমবঙ্গের সকল মা-মাটি-মানুষকে আমার বিনম্র চিত্তে প্রণাম। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বর্গ-সহ বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষকে আমার প্রণাম। তৃণমূল কংগ্রেসের সকল কর্মী, সমর্থককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।' মঙ্গলবার নির্বাচনী ফলাফলে ২৯টি আসনে তৃণমূলের খবর আসতেই কালীঘাটে বিজয় উল্লাস শুরু হয়ে যায়। ▶*এরপর ছয়ের পাতায়*

লোকসভা ভোটে এনডিএ বনাম 'ইন্ডিয়া'র জোর টক্কর

মোদি হাওয়া উধাও, সরকার গড়তে বিজেপির ভরসা এখন শরিক দল

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এক্সিট পোলের আভাসকে দূরে ঠেলে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ব্যাপক ফল করেছে। দিনভর হাড়াহাড্ডি লড়াইয়ের পর গণনা শেষে ফল দাঁড়ায় নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ২৯৩। আর বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৩। বিজেপি এককভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন পেলেও তাদের এনডিএ তিন শ আসনও ছুঁতে পারেনি। টানা এক দশক পর তারা মোদির বিজেপির একদলীয় শাসনের অবসান ঘটাল। সরকার গড়তে হলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদিকে এখন থেকে হতে হবে পরমুখাপেক্ষী। তাঁর ঘাড়ে প্রতিনিয়ত শ্বাস ফেলবে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ২৯৩ আসন পেয়েছে। ইন্ডিয়া জোট পেয়েছে ২৩৩টি আসন। বিজেপি একা সরকার গঠনের জন্য ২৭২ ম্যাজিক ফিগারের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ। বিজেপি একা পেয়েছে ২৪০ আসন। কংগ্রেস একা পেয়েছে ৯৯টি। তাই বিজেপিকে সরকার গড়তে হলে নির্ভর করতে হবে প্রধানত দুই শরিক নীতীশ কুমারের জেডি-ইউ ও অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডুর দল তেলেগু দেশম পার্টির (টিডিপি) ওপর। এই দুই দলের সম্মিলিত আসন ২৮টি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৪০০ পার কথার দাবি জানিয়ে বিরোধীদের চাপে রাখলেও আদতে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে তার এনডিএ জোট। বরং, বিজেপির গড় বলে পরিচিত উত্তরপ্রদেশে ব্যাপকভাবে দাক্কা খেয়েছে। ধাক্কা খেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রেও।

উত্তরপ্রদেশে ৮০টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৩৩টি আসন পেয়েছে। তাকে ছাপিয়ে গেছে সমাজবাদী পার্টি। সমাজবাদী পার্টি পেয়েছে ৩৬টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে ৭টি আসন।

মহারাষ্ট্রে বিজেপি ও তাদের শরিক দলগুলি ব্যাপক ধাক্কা খেয়েছে। কংগ্রেস ১২টি, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ১০টি, শরদ পাওয়ারের এনসিপি পেয়েছে সাতটি আসন। পশ্চিমবাংলায় গত লোকসভা নির্বাচনে যেখানে বিজেপির ১৮টি আসন ছিল। এবারে তা কমে ১২টি হয়েছে। আর তৃণমূলের আসন বেড়ে হয়েছে ২৯টি। উত্তরপ্রদেশ সহ সারা দেশে কঙগ্রেসের আসন সংখ্যা ৯৯ এ পৌঁছে যাওয়া উচ্ছ্বসিত কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিকেলে দলীয় দপ্তরে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল ও প্রিয়াঙ্কাকে পাশে নিয়ে সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এই ফল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক ও নৈতিক পরাজয়। গোটা নির্বাচনটাই বিজেপি লড়েছিল মোদির নামে। যাবতীয় গ্যারান্টিও দিয়েছিলেন মোদি। এটা ছিল তাঁর পক্ষে অথবা বিপক্ষের গণভোট। জনতা তার বিরুদ্ধেই মত দিয়েছে।

খাড়গে ও রাহুল দুজনেই জানিয়েছেন, ইন্ডিয়া জোটের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হবে বুধবার। সবার সঙ্গে আলোচনা করে সেখানে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ওয়েনাড ও রায়বেরিলি, দুই জেতা আসনের কোনটি রাখবেন কোনটি ছাড়বেন—সেই সিদ্ধান্তও সবার সঙ্গে আলোচনার পর নেবেন বলে রাহুল জানান। দুই নেতাই বলেন, এই জয় জনতার জয়।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, আগামী দিনগুলোয় প্রশাসক নরেন্দ্র মোদিকে নতুনভাবে আবির্ভূত হতে হবে। সেই ভূমিকা কোনো দিন তিনি পালন করেননি। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সরকার ছিল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। কারও ওপর নির্ভর করতে হয়নি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও তাঁর নেতৃত্বাধীন বিজেপিকে কখনো অন্য কারও মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়নি। ২০১৪ সালে সরকার গড়েছিলেন ২৮২ আসন পেয়ে। পাঁচ বছর পর পান ৩০৩ আসন। এবার এক ঝটকায় তা ২৪০- এ নেমেছে। সরকার গড়ার এই যে ৩২টি আসন ঘাটতি, তা মেটাতে হবে জেডি-ইউ, টিডিপি, শিবসেনার শিন্ডে গোষ্ঠী, চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি ও উত্তর প্রদেশের জয়ন্ত চৌধুরীর আরএলডির মতো দলগুলোর সমর্থন নিয়ে। এদের কাউকেই উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করার মতো অবস্থায় মোদির বিজেপি থাকবে না; বরং সারাক্ষণ তাদের গুরুত্ব দিতে হবে। দাবি মানতে হবে। পছন্দের মন্ত্রিত্বও দিতে হবে। না হলে জোট ছাড়ার প্রচ্ছন্ন শঙ্কার মধ্যে থাকতে হবে। নীতীশ কুমার ও চন্দ্রবাবুর অতীত মোদির জানা। বারবার তাঁরা জোটে এসেছেন, বেরিয়েও গেছেন। নাইডু এবার আরও শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। তবে, কংগ্রেস সূত্র জানিয়েছে তাদের তরফ থেকে চন্দ্রবাবু নাইডু আর নীতীশ কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

জয়ের হ্যাটট্রিক প্রতিমার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সারা রাজ্য জুড়ে সবুজ ঝড়ে মুছে গেল গেরুয়া।আর দক্ষিণ ২৪ পরগনা চারটি লোকসভায় ব্যাপক ভোটে পুনরায় জয়লাভ করলো তৃনমূল। সুন্দরবন অধ্যুষিত জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে তৃতীয় বার জয়ী হয়ে হ্যাটট্রিক করলেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিমা মন্ডল।গত ২০১৯ সালে তিন লক্ষ ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানকে টপকে এবারে তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিজেপির ডা: অশোক কান্ডারীকে চার লক্ষ ৬৭ হাজার ৩০৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এবারের নির্বাচনে জয়নগর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মন্ডলের প্রাপ্ত ভোট ৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৮১ টি ভোট, বিজেপি ডা: অশোক কান্ডারীর ভোট চার লক্ষ ২১ হাজার ৬৭৭টি ভোট। তৃতীয় স্থানে এই প্রথম উঠে এল আই এস এফ। তাদের প্রাপ্ত ভোট ৬৫ হাজার ২৪৯টি ভোট, চতুর্থ স্থানে আর এস পির প্রাপ্ত ভোট ৩৯ হাজার ৯১৩ টি ভোট।

বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে ভার্চুয়াল সেমিনার

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অনুসন্ধানের অনলাইন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন চারজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। বলবেন প্রকৃতি ক্রমে অস্থির হচ্ছে কেন এবং তার প্রতিকার কীভাবে প্রকৃতি কী ক্রমশ তার ভারসাম্যতা হারাচ্ছে, বাড়ছে কী অস্থিরতা? এই প্রশ্নে সারা বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীরা আজ চিন্তাগ্রস্ত এবং খানিক আশঙ্কিতও। আসন্ন পরিবেশ দিবসে অনুসন্ধান কলকাতা আয়োজন করেছে এক অনলাইন আলাপচারিতা, যেখানে পরিবেশ নিয়ে তাঁদের সেই আশঙ্কা এবং সমাধানের কথা শোনাবেন বাঙালি বিজ্ঞানীরা, জানালেন অনুসন্ধানের বিশিষ্ট কর্মকর্তা শিক্ষিকা মিতালী মুখার্জী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, দিল্লি, কলকাতার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. বিধান চন্দ্র দাস, অধ্যাপক ড. মলয় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড.নওয়াজেস মন্ডল, অধ্যাপক ড. মতিয়ার রহমান খান অংশ নেবেন এই আলাপচারিতায়।

পূর্ব বর্ধমানে ঘাসফুলে ঢাকা পড়ল পদ্ম

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: প্রচণ্ড দাবদাহে মাসাধিক কাল ধরে দেশ জুড়ে ভোট গ্রহণ শেষে ফলের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনেছে দেশের মানুষ। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এক্সিট পোলের হিসাব ছিল অন্য রকম। বিভিন্ন ইস্যুগুলোকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার ছিল তুঙ্গে। এবারে পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী দিলীপ ঘোষ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ ঝা র লড়াই নজর কেড়েছিল রাজ্যবাসীর। এই দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর মাঝে লাল দূর্গে নতুন করে আশার আলো ফুটিয়ে তুলতে প্রার্থী করে আনা হয়েছিল সিপিআইএমের প্রার্থী প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুকৃতি ঘোষাল কে। কিন্তু কোন ফর্মুলায় কাজে দিল না বিরোধীদের। সবুজ ঝড়ে কার্যত উড়ে গেল গেরুয়া লাল সহ অন্যান্য রং।

প্রাক্তন সাংসদ তথা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী প্রখ্যাত খেলোয়াড় কীর্তি আজাদ এবারেও রাজনীতির ময়দান ঝোড়ো ব্যাটিং করলেন । নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দিলীপ ঘোষ কে ১ লক্ষ২৭হাজার ৯৮১ভোটে হারিয়ে বিশাল জয় পেলেন। মোট ১৪লাখ ৮০হাজার ১৭৮ ভোটের মধ্যে কীর্তি আজাদ ৭,২০,৬৬৭ টি, দিলীপ ঘোষ ৫,৮২,৬৮৬টি এবং সুকৃতি ঘোষাল ১,৫৩,৮২৯ টি ভোট পান।

উল্লেখ্য,২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্র টি দখল নিয়েছিল বিজেপি। সাংসদ ছিলেন এস এস আলুওয়ালিয়া। জিতে ছিলেন মাত্র ২৪৩৯ ভোটের ব্যবধানে। তিনি হারিয়েছিলেন তৃণমূলের প্রার্থী ডাক্তার মমতাজ সংঘমিতা কে। স্বভাবতই এই কেন্দ্রের ফলাফল নিয়ে উত্তেজনার পারদ ছিল চরমে। সুদূর মেদিনীপুর থেকে জেতা সিট থেকে তুলে নিয়ে এসে দিলীপ ঘোষের মতো হেভিওয়েট প্রার্থীকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এক রাজনৈতিক চমক দেখাতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু সেই স্ট্রেটেজি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এখন দেখার বিষয় রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে? সেই সাথে দেখার বিষয়,শুভেন্দু অধিকারীর প্রভাব বঙ্গ বিজেপিতে বা কেমন হবে?

তবে,কীর্তি আজাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কর্মীদের ঘাম ঝরানো পরিশ্রম এবং মানুষের ভালবাসা কে এই জয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে জানান। তাছাড়া, দিলীপ ঘোষের অভদ্রচিত ভাষার সমালোচনা করে বলেন, এটা আমাদের সংস্কৃতি তে নেই। দিদি যে দায়িত্ব দেবেন তা পালন করতে মন প্রাণ লাগাব। মানুষের কাজ করব।

ভোট কাটাকাটিতে রায়গঞ্জে ফের পদ্মই

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফলের চূড়ান্ত ঘোষণা হয়ে গেছে। এই বিশেষ সম্প্রচারে আমরা জানাচ্ছি, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কার্তিক চন্দ্র পাল প্রায় ৭৩ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন। রায়গঞ্জের মানুষের কাছে এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহু প্রতীক্ষার পর, অবশেষে কার্তিক চন্দ্র পাল বিপুল ভোটে বিজয় অর্জন করেছেন। জনগণের সমর্থনে নতুন দিগন্তে পৌঁছানোর আশা নিয়ে কার্তিক চন্দ্র পাল এই জয় উদযাপন করছেন। এখানকার পরিবেশ অত্যন্ত উৎসবমুখর। কার্তিক চন্দ্র পালের বিপুল জয়ে সমর্থকরা আনন্দে মেতে উঠেছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কার্তিক চন্দ্র পাল আনুমানিক ৭৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রামজ উরফে ভিক্টর রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৫৩টি ভোট পান এবং রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৫৫ টি ভোট পান। এবং বিজেপি প্রার্থী কার্তিক চন্দ্র পাল ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৯৮ টি ভোট পান। বিজেপির কার্তিক পালের কাছে কংগ্রেস প্রার্থী ভিক্টর ২ লক্ষ প্রায় ৯৫ হাজার ভোটে পরাজিত হন এবং তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যানী প্রায় ৭৩ হাজার ভোটে পরাজিত হন। বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, প্রায় ৭০ হাজারের উপরে ভোট পেয়ে আমরা জয়ী হয়েছি।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের পের বাজিমাত অভিনেতা দেবের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কেশপুর

আপনজন. লোকসভা ভোটের আগে রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা করেও ঘাটালের মানুষের জন্য ফের রাজনৈতিক ময়দানে দেবের প্রত্যাবর্তন। দু' দশক ধরে আটকে থাকা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করার জন্যই ফের নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছিলেন টলিউড সুপারস্টার খোকা বাবু দেব। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হবে কিনা সেটা ভবিষ্যৎ বলবে কিন্তু ঊনিশের ধারাই বজায় রেখে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৮৫হাজারেরও বেশি ভোটে তিনি এগিয়ে রয়েছেন দেব। এদিকে ২০১৪ এবং ২০১৯ পরপর দুবার লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হন দেব। গত বারের ভোটে বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষ কে হারিয়েছিলেন যিনি। এ বার ঘাটালে 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'র কৌশল নিয়েছিল বিজেপি। দেবের বিরুদ্ধে তারা দলের অভিনেতা-বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছিল। মঙ্গলবার সকাল আটটায় ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে শুরু হয় ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের গণনা। কেশপুর, দাসপুর, ঘাটাল, ডেবরা, সবং, পিংলা ও পাঁশকুড়া পশ্চিম এই সাতটি বিধানাভা কেন্দ্রের ভোট গণনা শুরু হয় ঘাটাল কলেজে। পোস্টাল ব্যালটে ৮১০ ভোটোর ব্যবধানে এগিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী হিরন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ইভিএম খোলার পর থেকে বদলাতে থাকে চিত্র। প্রায় প্রতিটি রাউন্ডেই বড়সড় লিড পেতে থাকেন তৃণমূল প্রার্থী দেব। ১৭ রাউন্ড গণনার শেষে তিনি এগিয়ে ছিলেন ১ লক্ষ ৮২ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে।

এদিকে তৃণমূল প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা যখন কার্যত নিশ্চিত হতে থাকে, তখন বিজেপি, সিপিএমের এজেন্টরা গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যেতে থাকেন।

ক্রিকেটের পর রাজনীতিতেও পাঠানের 'বিরাট' ছক্কায় ধরাশায়ী পাঁচবারের সাংসদ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ক্রিকেট খেলার জগতেও অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে বাইশ গজের মাঠে জায়গা করে নিয়েছিলেন গুজরাটের পাঠান ইউসুফ (ইউসুফ পাঠান) খেলার মাঠ থেকে সোজা রাজনীতির ময়দানে তাও আবার লোকসভা নির্বাচনে পাঁচ বারের সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং মুর্শিদাবাদের রবিনহুড নামে পরিচিত অধীর রঞ্জন চৌধুরী সেই হেভিওয়েট নেতার বিরুদ্ধে প্রার্থী ঘোষণা করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।নাম ঘোষণা হতেই মুর্শিদাবাদের বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক বিধায়ক থেকে শুরু করে নেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন দলের বিরুদ্ধে পরিযায়ী প্রার্থীর হয়ে ভোট না করা জন্য ।এই ঘটনায় ইউসুফ পাঠান আরো কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যায়।যদিও সেই ঘটনায় রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় নিজেই মাঠে নেমে বিধায়ক দের সঙ্গে আলোচনা করে ইউসুফের হয়ে লড়াই করার জন্য বার্তা দেন।সেই মত বিক্ষুব্ধ বিধায়ক সহ নেতারা একত্র হয়ে নির্বাচনের ময়দানে নেমে পড়ে,বাদ যায়নি অভিষেক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনকি ইউসুফ পাঠানের ভাই ইরফান পাঠানো ভোট প্রচারে আসেন ভায়ের জন্য।তার পরেও আবার বিজেপি প্রার্থী সেই দুর্বল ছিলনা তার হয়ে প্রচারে আসেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ থেকে শুরু করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই ইউসুফ পাঠান তার জয় নিয়ে আশাবাদী ছিলেন।একাধারে নিজের ভোট প্রচার তার পরে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে অন্য প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচার করে বেড়িয়েছেন তার পরেও যে ভাবে ইউসুফ ঝড় উঠেছিল তার প্রমাণ করে দিলো মঙ্গলবার যত বেলা গোড়ায় ততই পাঠান ঝড় বাড়ে শেষ মেষ পাঠান ঝড়ে উড়ে যায় পাঁচ বারের সাংসদ অধীর চৌধুরী। যদিও বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম প্রার্থী একটা বিশাল ফেক্ট ছিল এই পর্যন্ত বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে কোনো মুসলিম প্রার্থী পাইনি সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে শাসক দল বাজিমাত করে নিলেন মুর্শিদাবাদ জেলায় তিন তিন। ইউসুফের জয়ের মার্জিন এর হিসেবে,অধীর ২০১৯ সালে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী অপূর্ব সরকার কে ৮০৭৩৭ পরাজিত করেছিলেন ।কালের পরিবর্তে ২০২৪ সালে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে ৮৫০২২ ভোট পেয়ে পাঁচ বারের সাংসদ অধীর চৌধুরী কে পরাজিত করেন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান । এই বছরে নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ইউসুফ পাঠান ভোট পেয়েছেন ৫২৪৫১৬ ,অপর দিকে কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী পেয়েছেন ৪৩৯৪৯৪,বিজেপি প্রার্থী ডা নির্মল কুমার সাহা পেয়েছেন ৩৭১৮৮৫ ভোট।সবাইকে পিছনে ফেলে শেষ হাসি হাসলেন ইউসুফ পাঠান।জয়ের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইউসুফ পাঠান বলেন কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে এমপি হবো কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য এবং বহরমপুর বাসির ভালোবাসায় সাংসদ হতে পারলাম তাই তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানায়,পাপাসি মুর্শিদাবাদের জন্য খেলা ধুলার মান বাড়ানোর চেষ্টা করবেন এবং যেসব খেলায় প্রতিভা রয়েছে তাদের পাশে দাঁড়াবো।নিজের ভাই ও পরিবারকে ধন্যবাদ জানান যেভাবে তারে তার পাশে দাঁড়িয়ে শক্তি জুগিয়েছিলেন।তবে বহরমপুরের অসমাপ্ত কাজ গুলো করার পাশপাশি উন্নয়নে কাজ করার বার্তা দেন।

যদিও মানুষের রায় মেনে নিয়েছেন পাঁচ বারের সাংসদ অধীর চৌধুরী।তিনি গণনা শেষে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন বহরমপুরের নতুন সাংসদ ইউসুফ পাঠান হলেন তার আগামী দিনের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানান।পাশাপাশি তিনি আরো বলেন এত দিন মানুষের ভালোবাসা সমর্থন পেয়েছি তাই জিতেছি,আবার আমরা মানুষের ভালোবাসা সমর্থন পাইনি তাই হেরেছি।আমি হেরেছি মানে হেরেছি তার জন্য কোনো অজুহাত তুলবো না,তবে আমরা অনেক পরিশ্রম করেছিলাম কিন্তু সেটাও কম ছিল হয়তো।তবে মানুষ তাদের ভোট দিতে পেরেছে এটায় অনেক ।আমাকে যারা ভোট দিয়েছে তারাও তাদের নিজের মত প্রকাশ করেছেন তেমনি যারা আমাকে ভোট দেইনি তারা তাদের মত প্রকাশ করতে পেরেছে।অধীর বলেন তার হারের পরেও দেশে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট ফল করেছে তাতে খুশি।তবে দেশে যেভাবে সাম্প্রদায়িক ভাবে নির্বাচন হয়ে যাচ্ছে ।তবে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোট যে ফেল্ট সেটা প্রমাণ হয়ে গেলো ।তাই ইউসুফের ছক্কায় বাউন্ডারির বাইরে অধীর বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। জয়ী হওয়ার পরেই পাঠানকে নিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে দলীয় কর্মী সমর্থকরা।

বাংলায় মমতা ম্যাজিকে ফের জয়ী হলাম: কাকলি ঘোষ দস্তিদার

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: সবুজ ঝড়ে উড়ে গেল গেরুয়া। মঙ্গলবার ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনায় বাংলায় এক্সিট পোলকে একেবারে পাল্টে দিয়ে সবুজ ঝড়ের তান্ডব দেখা গেল। বাংলার ৪২ টি লোকসভার মধ্যে অন্যতম একটি বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র।এই কেন্দ্র থেকে আগেই তাঁর জয়ের হ্যাটট্রিক হয়ে গিয়েছে। এবার ছিল চারবারের জয়ের হাতছানি।আর সেটা করেও দেখালেন এই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এবারে নির্বাচনে প্রথম থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল বারাসাত থেকে ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে জিতিয়ে চতুর্থ বারের জন্য সংসদে পাঠানো।

মঙ্গলবার ভোট গণনার শুরু থেকেই ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার এগোতে শুরু করেন। এটার শুরু পোস্টার ব্যালটের গণনা থেকেই। শেষ পর্যন্ত বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র থেকে ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার ১১৪১৮৯ ভোটে বিজয়ী হয়ে তাঁর জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলেন।ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার পেয়েছেন ৬৯২০১০ ভোট। শতাংশের হিসেবে ৪৫.১৫ শতাংশ। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির স্বপন মজুমদার পেয়েছেন ৫৭৭৮২১ ভোট।শতাংশের হিসেবে ৩৭.৭ শতাংশ। ভোট গণনার গতি প্রকৃতি দেখে বেলা বারোটার দিকে বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার কাউন্টিং ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে যান আমি আবার আসবো। কিন্তু তার আগেই সবুজ সাইক্লোনে ঘাসফুলের দাপটে পদ্মফুল নেতিয়ে পড়ে। ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার দেগঙ্গা, অশোকনগর, মধ্যমগ্রাম, রাজারহাট নিউটাউন, বারাসাত বিধানসভা এলাকায় জিতলেও হাবড়া এবং বিধাননগর বিধানসভা এলাকায় হেরে গিয়েছেন।

কাকলি ঘোষ দস্তিদার ভোট যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে বলেন,আবাস যোজনার টাকা, ১০০ দিনের কাজের টাকা না দিয়ে যে অন্যায়টা তারা (কেন্দ্র)করেছে মানুষ চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল। ১০০ দিনের টাকাটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়ে গিয়েছেন।তিনি বলেন,এক্সিট পোলে আমরা কখনোই বিশ্বাস করি না।

অনুব্রত হীন বীরভূমে তৃণমূলের সবুজের দাপটে চূর্ণ গেরুয়া শিবির

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন:অনুব্রত হীন বীরভূমে তৃণমূলের সবুজ ঝড়ের দাপটে বিজেপি ধরাশায়ী হয়ে উঠল। লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ এ এবারে বিভিন্ন মিডিয়া যা এক্সিট পোল বা বুথ ফেরত সমীক্ষা দেখিয়েছিল তাতে বিজেপি আগের বারের চেয়েও ভালো ফল করবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু পুরো সমীকরণটাই উল্টে পাল্টে একাকার হয়েগেল। বিভিন্ন মিডিয়ার এই এক্সিট পোলকে ফের একবার ভুল ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত করেন এবং জনগণ তার রায়কে তৃণমূলের দিকেই ঠেলে দিল। বীরভূমের গেরুয়া মাটিতে ফের উঠলো সবুজ ঝড়। বীরভূমে দুটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে বোলপুর এবং অপরটি বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন গত তিনবারের বিজয়ী শতাব্দী রায়। বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থীর তরফে কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মিল্টন রশিদ এবং বিজেপি প্রার্থী ছিলেন দেবতনু ভট্টাচার্য।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই কেন্দ্রে প্রথমে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশীষ ধরকে। আইনী জটিলতা জনিত কারণে স্কুটিনি থেকে নাম বাতিল করা হয়।যদিও প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের আঁচ আগে ভাগে পেতেই বিজেপি পরবর্তী প্রার্থী হিসেবে দেবতনু ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করা হয়। অপরদিকে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন অসিত মাল। বিজেপি প্রার্থী ছিলেন পিয়া সাহা এবং জোট প্রার্থী হিসেবে ছিলেন সিপিআইএমের শ্যামলী প্রধান।

৪ ই জুন মঙ্গলবার সমগ্র দেশের পাশাপাশি বীরভূমের ও দুটি লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে। ৪ই জুন গণনা শুরুর প্রথম থেকেই বীরভূমের দুটি কেন্দ্রেই তৃণমূল প্রার্থীরা লিড দিতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত সবুজ ঝড়ে বিপর্যস্ত হয় বিরোধীরা। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় ১,৯৬,৮৮৯ ভোটে জয়ী হন। অপরদিকে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল ৩,২৭,২৫৩ ভোটে জয়ী হন। তৃণমূলের এই বিপুল সাফল্যে জেলা জুড়ে তৃণমূলের দলীয় কর্মীদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় বিজয় উল্লাস, সবুজ আবির খেলা ও মিষ্টি মুখ করানোর পর্ব।

জয়ের পর শতাব্দী রায় বলেন ভোট গ্রহণ শুরু করা থেকে আমার সার্টিফিকেট নেওয়া পর্যন্ত সবকিছুই শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে।

৭ লক্ষেরও বেশি ভোটে জয়, রেকর্ড অভিষেকের

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র বাংলার অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র। সেখানে প্রার্থী স্বয়ং তৃণমূল সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল থেকেই সব নজর সেই দিকেই ছিল সকলে। এই কেন্দ্রের ক্ষেত্রে মূল বিষয় হল মার্জিন, এমনটাই স্পষ্ট করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা নির্বাচনে ফলাফলের দিক দিয়ে ২০২৪ দেশে রেকর্ড ৭ লাখ পার অভিষেকের। সেই আনন্দে যুব নেতা রব্বেল এর উদ্যোগে ও সদস্যা রাফিয়া মহসিনা ঝিলিক পুরকাইত এর নেতৃত্বে বাসুল ডাঙ্গা অঞ্চলে পঞ্চগ্রাম ১৬৫ নম্বর বুথে এলাকার সকল মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে ফুচকা খেতে মেতে উঠতে দেখা যায়। রাফিয়া মহসিনা তিনি জানান সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর রেকর্ড ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন সেই খুশিতে এলাকার মহিলাদের ফুচকা খাওয়ানো হয়। সর্ব সাধারণের জন্য মিষ্টি মুখ করার ব্যবস্থা করা হয়,তবে মহিলারা ফুচকা খেতে একটু ভালো বাসে সেই জন্য শুধু মহিলাদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। সূত্রে জানা যায় বিজেপি সবথেকে দেরিতে প্রার্থী দিয়ে ছিল এই কেন্দ্রে। অন্যদিকে বামেদের প্রার্থী ছিল প্রতীক উর রহমান।এই কেন্দ্র অতীতে 'বামেদের গড়' হিসেবে পরিচিত ছিল। ২০১৪ সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের টিকিটে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়েন এবং জয়ী হন। এরপর থেকে সেখানে রাজ্য শাসক দলের জয়ের ধারা অব্যাহত। বর্তমানে তৃণমূলের 'দুর্জয় ঘাঁটি' ডায়মন্ড হারবার। এবারেও সেখানে তৃণমূলের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজনৈতিক মহল এই কেন্দ্রে জয় নিয়ে আলাদা করে কোনও প্রশ্ন রাখতে, তুলতে চান না। তাঁদের কথায়, শুধুই মার্জিনের দিকে নজর ছিল, তা পার হয়ে দেশের মধ্যে রেকর্ড ভোটে জয়ী হলেন। অতীতের থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে দেশের রেকর্ড মার্জিন বাড়িয়ে জয়ী হয়। সেই আনন্দে এলাকার সবুজ আবিরে ভরে গেল ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকা জুড়ে।

বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস...

আপনজন: বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নূরুল ইসলাম এর জয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কর্মীদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মথুরাপুরে জয়ের রথে বাপি হালদার

ওয়ারিশ লস্কর ● মথুরাপুর

আপনজন: মঙ্গলবার কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলে ভোটের ফল ঘোষণা হলো। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপি হালদার এবং বিজেপি প্রার্থী অশোক হালদার। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপি হালদার এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার ৫১৭ ভোটে জয়ী হলেন। তার এই জয় উপস্থিত হন কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক মন্টু রাম পাখিরা, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, মন্দিরবাজার বিধায়ক জয়দেব হালদার, কুলপির বিধায়ক যোগ রঞ্জন হালদার, রায়দিঘির বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার অলকজলদাতা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উচ্ছাসিত জনগণ এবং কর্মীগণ বাপি হালদার কে মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানালেন। বাপি হালদার বললেন আমার জয় মা মাটি মানুষের মমতা ব্যানার্জীর জয় জনগণের জয়। তিনি এই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে চোখে জল চলে এল। এলাকার মানুষরা এবার এলাকার উন্নতি হবে বলে আশা প্রকাশ করলেন।

প্রথম নজর

হজযাত্রীদের জন্য ডিজিটাল ওয়ালেট চালু করল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: হজ ও ওমরাহযাত্রীদের জন্য প্রথম বারের মতো ডিজিটাল ওয়ালেট চালু করেছে সৌদি আরব। 'নুসুক ওয়ালেট' নামে আন্তর্জাতিক এ ওয়ালেট দিয়ে হজযাত্রীরা আর্থিক ব্যয় পরিচালনা করতে পারবেন। গতকাল সোমবার (৩ জুন) প্রথম আন্তর্জাতিক ডিজিটাল ওয়ালেট চালু করে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী ড. তাওফিক আল-রাবিয়াহ। সৌদি ন্যাশনাল ব্যাংকের (এসএনবি)-এর সহযোগিতায় দেশটির হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ ওয়ালেট চালু করে। সৌদি বার্তা সংস্থা এসপিএ জানিয়েছে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও এনক্রিপশন কৌশল ব্যবহার করে নুসুক ওয়ালেটে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা মান নিশ্চিত করা হয়। ব্যাংকিং অবকাঠামোর মতো এ ওয়ালেট দিয়ে যেকোনো লেনদেন করা যাবে। সৌদি ন্যাশনাল ব্যাংকের ডিজিটাল ভেঞ্চার ও পেমেন্টস এর সিইও ড. সালেহ বিন আল-ফুরাইহ জানান, ওয়ালেটটির আর্থিক নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে সৌদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। এ উদ্যোগটি হজযাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করবে এবং হাজিদের প্রত্যাশা পূরণে সহায়তা করবে। মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল এক্সপেরিয়েন্সের পরিচালক আহমেদ আল-মাইমান বলেন, 'এটি বিশ্বের প্রথম ডিজিটাল ওয়ালেট ও আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড। সৌদি আরবে পবিত্র দুই শহরে অবস্থানকালে হজ ও ওমরাহযাত্রীরা এরমাধ্যমে নিজেদের আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন।' এদিকে আসন্ন হজ করতে সৌদি আরবে প্রায় ১০ লাখ হজযাত্রী পৌঁছেছে। সৌদি আরবের পাসপোর্ট বিভাগ জানিয়েছে, গত ২ জুন পর্যন্ত সৌদি আরবের আকাশ, স্থল ও সমুদ্রপথে ৯ লাখ ৩৫ হাজার ৯৬৬ জন হজযাত্রী সৌদি আরব পৌঁছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক যাত্রী আকাশপথে দেশটিতে প্রবেশ করেন। স্থলপথে ৩৭ হাজার ২৮০ জন এবং সমুদ্রপথে দুই হাজার ৩৯৯ জন পৌঁছেন। এদিকে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চলতি বছর বাংলাদেশ থেকে হজ করবেন ৮৫ হাজার ২৫৭ জন। এখন পর্যন্ত ৫৮ হাজার ১২১ জন ১৪৯টি ফ্লাইটে সৌদি আরব পৌঁছেন। গত ৯ মে থেকে বাংলাদেশি হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাওয়ার ফ্লাইট শুরু হয়। আগামী ১০ জুন পর্যন্ত যাওয়ার ফ্লাইট চলবে। হজ শেষে ২০ জুন ফিরতি ফ্লাইট শুরু হবে। দেশে ফেরার ফ্লাইট শেষ হবে আগামী ২২ জুলাই। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর সারা বিশ্বের ২০ লাখের বেশি মুসলিম হজ পালন করবেন বলে আশা করছে সৌদি আরব।

বিশ্বখ্যাত আইফেল টাওয়ারের কাছে রহস্যজনক ৫ কফিন

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের প্যারিসে ঘটেছে রহস্যজনক এক কাণ্ড। ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত বিশ্বখ্যাত আইফেল টাওয়ারের কাছে রহস্যজনক ৫টি কফিন পাওয়া গেছে। স্থানীয় সময় গত শনিবার ফরাসি পতাকায় মোড়ানো ওই কফিনগুলো পাওয়া যায়। কফিনগুলোর গায়ে লেখা ছিল,'ইউক্রেনে ফরাসি সেনা'। বিবিসির খবর অনুসারে, গত শনিবার স্থানীয় সময় সকাল নয়টার দিকে একটি ভ্যানে করে কয়েকজন ব্যক্তিকে কফিনগুলো রেখে যেতে দেখা যায়। তবে কফিনগুলোতে কোনো মরদেহ ছিল না, ছিল কয়েকটি প্লাস্টারের বস্তা। এই ঘটনার পেছনে রাশিয়ার হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করছেন ফরাসি গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ঘটনার দিনই এক ভ্যানচালককে

গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিসি ফুটেজে দেখা যায়, সকাল ৯টার দিকে একটি ভ্যান নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন তিন ব্যক্তি। তারা কফিনগুলো রেখে চলে যান। তবে গ্রেফতারকৃত চালক পুলিশকে জানিয়েছে, তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানেন না। তিনি টাকার বিনিময়ে কাজটি করেছিলেন। কফিনগুলো বহনের জন্য তাকে ৪০ ইউরো দিয়েছিলেন দুই ব্যক্তি।

আমিরাতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে লাইসেন্স ছাড়া কুরআন শিক্ষাদানে নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: লাইসেন্স ছাড়া কুরআন শিক্ষা দেয়- ডিজিটাল প্লাটফর্মগুলোর এমন সব প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। মঙ্গলবার (৪ জুন) উর্দু সংবাদমাধ্যম ডেইলি জংগ এক প্রতিবেদনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না পাওয়া পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য কোনো কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

গত রোববার (২ জুন) নাগরিকদের জন্য একটি নির্দেশনা জারি করে আমিরাত সরকার, যেখানে ডিজিটাল প্লাটফর্মগুলোতে কুরআন শিক্ষাদানে নিয়োজিত লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে হাইলাইট করা হয়েছিলো।

ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে বলা হয়, তরুণ প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার বৈধতা নিশ্চিত করা জরুরি।

নির্দেশনাতে অভিভাবকদেরও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একইসাথে লাইসেন্সবিহীন পাঠদান কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি জানাতে আবেদন করা হয়েছে।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সূর্য উদিত হওয়ার পথে, জাতিসংঘের আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের প্রায় ১৫০ টি দেশ ইতোমধ্যে ফিলিস্তিনিকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে দখলদার ইসরাইল টানা বোমা বর্ষণ করে হাজার হাজার নিরিহ মানুষকে হত্যা করেছে। আর এবার ফিলিস্তিনির স্বাধীনতার সূর্য উদিত হতে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সোমবার (০৩ মে) এ আহ্বান জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্স

স্পেন, আয়ারল্যান্ড এবং নরওয়ে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে এমন আবেদন এলো। গাজায় গত আট মাস ধরে চলা যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ইসরায়েলের প্রতি ক্ষোভ বেড়েছে। জাতিসংঘের র‍্যাপোটিউরসহ বিশেষজ্ঞ দল বলছে, ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষায় ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। স্বাধীনতার জন্য তাদের দীর্ঘদিনের লড়াইকে স্বীকার করতে হবে।

একই সঙ্গে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল গাজায় দ্রুত যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানোর পাশাপাশি রাফাতে সামরিক অভিযান বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে তারকাদের ঝড়: দেব, রচনা, শতাব্দী জয়ী তারা বলছেন, দ্বি-রাষ্ট্র গঠনই ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র আন্তর্জাতিক পথ। এছাড়া এই দুই গোষ্ঠীর প্রজন্মের মধ্যে সহিংসতা এড়ানোর একটি মাত্র পথ এটাই।

এদিকে জাতিসংঘের এমন আহ্বান নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়ে স্পেন, আয়ারল্যান্ড এবং নরওয়ে বলেছে, যে তারা গাজায় হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের চলমান সহিংসতা বন্ধে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল। একই সঙ্গে এই তিন দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশকেও ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তবে ডেনমার্ক ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখান করেছে।

ইসরায়েল বরাবরই ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আসছে। তারা বলছে এর মাধ্যমে হামাসকে আরও শক্তিশালী করা। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। ওই হামলায় ১২০০ জনকে হত্যা এবং ২৫০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায় তারা। এরপরই গাজায় হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এ হামলায় এখন পর্যন্ত ৩৬ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

নাইজেল ফারাজ–যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে বেশ পরিচিত এক নাম। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ব্রেক্সিটের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহায়তার কারণে তিনি বেশ আলোচিত। এখন টিভি শো উপস্থাপনা করছেন ফারাজ। নতুন করে আলোচনায় এসেছেন ৬০ বছর বয়সী ফারাজ। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার জানিয়েছেন, আগামী মাসের সাধারণ নির্বাচনে লড়বেন তিনি। নেতৃত্ব দেবেন ডানপন্থী রিফর্ম পার্টির। দলটি রিফর্ম ইউকে নামেও পরিচিত।

যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে ইসরায়েলের কোনো স্পষ্ট অবস্থান নেই: কাতার

আপনজন ডেস্ক: গাজা যুদ্ধের মধ্যস্থতাকারী কাতার মঙ্গলবার বলেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রস্তাবিত গাজা যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি চুক্তির বিষয়ে তারা ইসরায়েলের 'স্পষ্ট অবস্থানের' জন্য অপেক্ষা করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি বলেছেন, 'আমরা এখনো ইসরায়েলি সরকারের কাছ থেকে বাইডেনের দেওয়া নীতিগুলোর প্রতি খুব স্পষ্ট অবস্থান দেখতে পাইনি।'

পাশাপাশি উভয় পক্ষের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনো 'নির্দিষ্ট সমর্থন' ছিল না বলেও উল্লেখ করেন তিনি। আনসারি একটি নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমরা ইসরায়েলি মন্ত্রীদের কাছ থেকে আসা পরস্পরবিরোধী বিবৃতি পড়েছি এবং দেখেছি, যা বর্তমান প্রস্তাবে ইসরায়েলে একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের বিষয়ে খুব বেশি আস্থা দেয় না। এ ছাড়া ফিলিস্তিনি আন্দোলন হামাস এখনো দৃঢ় প্রতিক্রিয়া জানায়নি বলেও এই কর্মকর্তা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা উভয় পক্ষের এমন কোনো বিবৃতি দেখিনি যা আমাদের অনেক আস্থা দেয়। প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হচ্ছে এবং প্রস্তাবের ওপর উভয় পক্ষের সঙ্গে কাজ করছি।' কাতার, যুক্তরাষ্ট্র ও মিসরের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ও উভয় পক্ষের জিম্মি ও বন্দিদের বিনিময়ের বিশদ বিবরণ নিয়ে কয়েক মাস অমীমাংসিত আলোচনায় নিযুক্ত রয়েছে। তবে নভেম্বরে একটি যুদ্ধবিরতির ফলে শতাধিক জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আলোচনাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শুক্রবার বলেছেন, ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের হাতে জিম্মিদের মুক্তিসহ সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতির দিকে একটি নতুন তিন পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রস্তাব করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতে, ইসরায়েলের তিন পর্যায়ের প্রস্তাবটি ছয় সপ্তাহের পর্যায় দিয়ে শুরু হবে, যেখানে ইসরায়েলি বাহিনী গাজার সমস্ত জনবহুল এলাকা থেকে প্রত্যাহার ও প্রাথমিক জিম্মি-বন্দি বিনিময় দেখা যাবে। তারপরে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনা হবে, যতক্ষণ আলোচনা চলবে ততক্ষণ যুদ্ধবিরতি চালিয়ে যেতে হবে।

চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিকল্পনাটি হামাসকে ক্ষমতায় না রেখে বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের পুনর্গঠনের দিকে এগিয়ে যাবে।

আনসারি বলেছেন, 'আন্তর্জাতিকভাবে গতি আছে, যুক্তরাষ্ট্র চালিত...তবে আমাদের খুব সতর্ক হওয়া দরকার। আমরা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রভাব খাটাচ্ছি...উভয় পক্ষই পরিস্থিতির চরম গুরুত্ব ও একটি চুক্তিতে পৌঁছনোর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করতে।'

টয়োটার সদর দপ্তরে অভিযান

আপনজন ডেস্ক: জাপানের পরিবহন মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার মোটর জায়ান্ট টয়োটার সদর দপ্তরে অভিযান চালিয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ সুরক্ষা ডেটা নিয়ে কেলেঙ্কারির কারণে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের বৃহত্তম গাড়ি নির্মাতা নিরাপত্তা সনদ পরীক্ষার জন্য ভুল বা হেরফের করা ডেটা সরবরাহের জন্য ক্ষমা চেয়েছে। এই কেলেঙ্কারিটি জাপানের গাড়ি শিল্পকে নাড়া দিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী হোন্ডা, মাজদা ও সুজুকিও ত্রুটিপূর্ণ ডেটা জমা দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে। টয়োটা ২০২৩ সালে এক কোটি ১০ লাখেরও বেশি যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রি করেছে। তবে তারা বলেছে, ইতিমধ্যে রাস্তায় থাকা যানবাহনের সুরক্ষার ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না। সেই সঙ্গে কম্পানিটি তাদের তিনটি গাড়ির মডেল–করোলা ফিল্ডার, করোলা অ্যাক্সিও ও ইয়ারিস ক্রসের উৎপাদন স্থগিত করেছে। টয়োটার চেয়ারম্যান আকিও টয়োডা গ্রাহক ও গাড়ি নিয়ে উৎসাহীদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার এক দিন পরে এই অভিযান চালানো হয়। তিনি গভীরভাবে মাথা নত করেন এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য অবস্থানটি ধরে রাখেন। টয়োডা বলেছেন, 'আমরা সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়াটিকে অবহেলা করেছি এবং প্রথমে যথাযথ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ না নিয়ে আমাদের গাড়িগুলো ব্যাপকভাবে উৎপাদন করেছি। বিবিসি জানিয়েছে, জাপানি গাড়ি নির্মাতা হোন্ডা, মাজদা ও সুজুকিতেও একই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন করার কথা রয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রোমানিয়ায় ইসরায়েলি দূতাবাসে ককটেল হামলা

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের দেশ রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে ইসরায়েলের দূতাবাসে ককটেল হামলা চালিয়েছে এক ব্যক্তি। সোমবার বুখারেস্টে এই হামলায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি কিংবা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এছাড়া হামলার ঘটনার সঙ্গে গাজা যুদ্ধের কোনো যোগসূত্র নেই বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। রোমানিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার একজন মুখপাত্র বলেছেন, দেশের সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী বাহিনী ৩৪ বছর বয়সী হামলাকারীকে আটক করেছে। ওই ব্যক্তি বুখারেস্টে ইসরায়েলি দূতাবাসে মলোটভ ককটেল (পেট্রল বোমা) নিক্ষেপ করেছেন। একই সঙ্গে নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী বাহিনী দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিভিয়ে ফেলেছে। এর ফলে সেখানে উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। রোমানিয়ার স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি দূতাবাসে হামলাকারী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি সিরিয়ার নাগরিক। রোমানিয়ার পুলিশের মুখপাত্র জর্জিয়ান ড্রাগন স্থানীয় টেলিভিশন ডিজি২৪ চ্যানেলকে বলেছেন, তদন্তে এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দূতাবাসে হামলার ঘটনাটি গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং ভিসা না পাওয়ায় ব্যক্তিগত অসন্তোষ থেকে তিনি হামলা চালিয়েছেন। গত বছরের অক্টোবরে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলার পর বিশ্বজুড়ে ইসরায়েলি সব দূতাবাসে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। গত মাসে স্টকহোমে ইসরায়েলের দূতাবাসের কাছে গুলির শব্দ শোনা যায়। এছাড়া জানুয়ারির শেষের দিকে স্টকহোমে ইসরায়েলি দূতাবাসের কাছে একটি তাজা বিস্ফোরক ডিভাইস ধ্বংস করে সুইডেনের বোমা স্কোয়াড। পরবর্তীতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ওই বিস্ফোরক ডিভাইস দূতাবাসের কাছে রাখা হয়েছিল বলে জানায়। গত মার্চে নেদারল্যান্ডসের পুলিশ হেগে ইসরায়েলি দূতাবাসে জ্বলন্ত বস্তু নিক্ষেপ করেছেন সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে ঢুকে হামলা চালায় গাজা উপত্যকার ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী হামাসের শত শত যোদ্ধা। ওই হামলায় ইসরায়েলে এক হাজার ১৮৯ জন নিহত হন; যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৩ মি.

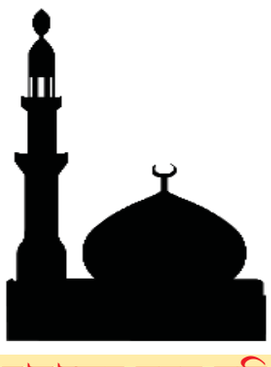

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৯	৪.৫১
যোহর	১১.৩৯	
আসর	৪.১২	
মাগরিব	৬.২৩	
এশা	৭.৪৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

গাজায় আরো ৪ ইসরায়েলি বন্দি নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হামাসের হাতে বন্দি চার ইসরায়েলির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। নিহত চারজনকেই গত ৭ অক্টোবরের হামলার সময় ইসরায়েল থেকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিলেন হামাস যোদ্ধারা। বর্তমানে তাদের মরদেহ হামাসের জিম্মায় আছে। নিহত চারজন হলেন, ব্রিটিশ-ইসরায়েলি নাদাভ পোপেলওয়েল (৫১), চেইম পেরি (৭৯), ইয়োরাম মেতজার (৮০) এবং আমিরাম কুপার (৮৫)।

সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলায় ইরানি জেনারেলসহ নিহত ১৭

আপনজন ডেস্ক: নতুন করে সিরিয়ায় ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। সোমবার সিরিয়ায় ইরানি ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো ঐ বিমান হামলায় ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) উপদেষ্টা জেনারেল সাইদ আবিয়ার নিহত হয়েছেন। এতে আরো নিহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন।

মঙ্গলবার সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ও ইরানের সংবাদমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে।

ইরানের মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার ভোরে সিরিয়ার আলেপ্পোর কাছে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ইরানের বিপ্লবী গার্ড কর্পসের একজন জেনারেল নিহত হয়েছেন, যিনি দেশটিতে উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

এক বিবৃতিতে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানায়, পশ্চিম আলেপ্পো প্রদেশের হাইয়ানে এক কারখানায় ইসরাইলি হামলায় সিরিয়ান এবং বিদেশি যোদ্ধাসহ ইরানপন্থি গোষ্ঠীর ১৬ জন সদস্য নিহত হয়েছে।

গত এপ্রিলে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে কনস্যুলেট ভবনে ইসরাইলি হামলায় ৭ কর্মকর্তাসহ নিহত হন ইরানের সিনিয়র কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা জাহেদি। এ নিয়ে পাল্টাপাল্টি হামলায় জড়িয়ে পড়ে ইরান ও ইসরাইল।

মেক্সিকোতে মহিলা মেয়রকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: ক্লাউদিয়া শেইনবাউম লাতিন আমেরিকার দেশের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু জয়ের মাত্র ২৪ ঘন্টা পর এক মেয়রকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আঞ্চলিক সরকার এ তথ্য জানিয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার এ ঘটনা ঘটে।

আঞ্চলিক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এর একটি পোস্টে বলেছে, মিচোয়াকান রাজ্য সরকার 'কোটিজার পৌরসভার সভাপতি (মেয়র) ইয়োলান্ডা সানচেজ ফিগুয়েরো হত্যার' নিন্দা করেছে। ব্যাপক লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রবণ দেশটিতে শিনবাউমের বিশাল বিজয় পরিবর্তনের আশা জাগানোর মধ্যেই এই নারী মেয়রকে হত্যা করা হলো। ২০২১ সালের নির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হওয়া সানচেজকে জনবহুল রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হয় বলে স্থানীয় গণমাধ্যমে

প্রকাশ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ হত্যার বিষয়ে বিস্তারিত আর জানায়নি তবে বলেছে, খুনিদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করা হয়েছে। এর আগেও মিচোয়াকানের প্রতিবেশী জালিসকো রাজ্যের গুয়াদালাজারা শহরের একটি শপিংমল থেকে বের হওয়ার সময় গত বছরের সেপ্টেম্বরে এই রাজনীতিবিদকে অপহরণ করা হয়েছিল। তিন দিন পরে ফেডারেল সরকার বলেছিল যে তাকে জীবিত পাওয়া গেছে।

ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে নাম লেখালেন এক নারী

আপনজন ডেস্ক: ইরানের কট্টরপন্থী নারী রাজনীতিবিদ ও সাবেক আইন প্রণেতা জোহরাহ ইলাহিয়ান আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নাম লিখিয়েছেন। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গণমাধ্যম ইরান ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে এই খবর প্রকাশ করা হয়েছে। গত মাসে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যান ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। এ ঘটনার পর দেশটিতে নতুন করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আগামী ২৮ জুন আগাম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সম্ভবত ইরানের গার্ডিয়ান কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত হলে জোহরাহ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানোর অনুমতি পারে। গার্ডিয়ান কাউন্সিলের অনুমোদন পেলে তিনি প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়ানো প্রথম নারী হতে পারেন। কাউন্সিল সম্ভাব্য সব প্রার্থীকে যাচাই করে থাকে। ৫৭ বছর বয়সী জোহরাহ ইলাহিয়ান একজন চিকিৎসক এবং সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি কমিটির সাবেক সদস্য। তিনি কট্টরপন্থীদের স্লেটে দুই বার সংসদে নির্বাচিত হন। জোহরাহ ইলাহিয়ান ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলি খামেনির সমর্থক। গার্ডিয়ান কাউন্সিলের অনুমোদন পেলে তিনি প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়ানো প্রথম নারী হতে পারেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৫২ সংখ্যা, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২৭ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে

'আমার এ ঘর বহু যতন করে/ ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।' ইহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের দুইটি লাইন। মানুষের যখন ঘর থাকে তখন সেই ঘরে দিনে দিনে ধুলোময়লাও পড়ে। এখন কোনো গৃহকর্তা যদি অনেক দিন পর তাহার চতুষ্পার্শ্বের কোনায় কোনায় খোঁজখবর লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, যেইখানে তিনি হাত দিতেছেন সেইখানেই সমস্যা। সেই যে প্রবাদ রহিয়াছে–সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা? চারিদিকে কেবল সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা। সমস্যা নিরসনে সুবেহ সাদেকে উঠিয়া গৃহকর্তা যদি আবর্জনার পরিমাপ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এক পর্যায়ে তাহার মাথা মরুতপ্ত উষ্ণ দিনের মতো ক্রমশ গরম হইতে হইবে। ঊর্ধ্বমুখে চড়িতে থাকিবে পারদ। তাহার পর, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন–এই তপ্ত মাথায় কোনো সমাধান তো আসিবেই না, বরং সমস্যার স্তূপে চাপা পড়িয়া তাহার ব্রেইন স্ট্রোক হইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ হঠাত্ রাগিয়া এমনই অস্থির হইয়া পড়েন যেন পারিলে তিনি পৃথিবীটাকেই ওলটপালট করিয়া দিবেন। মাথা গরমে কাহার ক্ষতি হয় বলা মুশকিল, তবে যিনি রাগেন, ক্ষতিটা তাহারই সবচাইতে বেশি হয়। সুতরাং মাথা ঠান্ডা রাখিবার কোনো বিকল্প নাই। কারণ, সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়–পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া।

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতলযুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। অথচ যেই সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহা করিতে মহান সৃষ্টিকর্তা নিষেধ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হইয়াছে–'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না।' (সুরা-২ আল-বাকারা, আয়াত : ১১)। মানুষ তো এই বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। মানুষকে মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করা যায়। আবার বিশ্বপ্রকৃতির মাধ্যমেও চেনা যায় মানুষের প্রকৃতি। আমরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে পুরা বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইব–যে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ন্যূনতম দুইটি পক্ষের অস্তিত্ব থাকে। উজান হইতে জলস্রোত ভাটির দিকে গড়াইয়া পড়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বন্দ্বে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার হেরফের ঘটে। উষ্ণ বায়ু হালকা হইয়া ধাবিত হয় তুলনামূলক শীতল বায়ুর দিকে। তাহার সহিত জলীয়বাষ্প যুক্ত হইয়া সৃষ্টি হয় ঝড়ের। ঝড় শেষে ঠান্ডা হয় প্রকৃতি। উষ্ণতাও চলিয়া যায়, ঝড়ও থামিয়া যায়।

এই জগত্ এক সমস্যাসংকুল জায়গা। এইখানে পথে-পথে পদে-পদে বিপদ-আপদ ঝামেলা-জটিলতা ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। ঘরে ও বাহিরে–সকল ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। এই জন্য যখন কেহ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন তখন তাহাতে শপথ লইতে হয় যে, তিনি কোনো কাজ 'রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া' করিবেন না। সুতরাং আমাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো কাজে 'রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইবার কোনো অবকাশ নাই। যদিও অনেকে ইহা স্মরণে রাখেন না। যাহারা রাখেন না, ইহা তাহাদের সমস্যা। নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো পদে আসীন থাকিবার যোগ্যতা থাকে না। তবে যেইখানে আগাছা অধিক, সেইখানে অনিয়মই নিয়ম হইয়া যায়। আর তাহাতেই যত অনিষ্ট ঘটে। তাহারাই সিলসিলা আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখিতে পাই। এই অবস্থায় আরো অধিক মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। কারণ, প্রথমেই বলা হইয়াছে–সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে।

পরিবেশ দিবস ও আমাদের অপরিণামদর্শিতা

সামাজিক পরিসরে 'উত্তাপ' কিংবা 'উষ্ণতা'র অভাব নেই। প্রায়ই নানা ঘটনার, বিষয়ের পর্যাপ্ত তাপপ্রবাহ উঠোনে এসে পড়ে। তাতে নিজেদের সেঁকেও নিতে আমরা ভুলি না। নতুন বিষয় পুরনো হয়, আবার নতুন একটি বিষয় চলে আসে। এই-ই চলছে। যারা 'তাপিত' হয়ে ওঠেন দোষটা আসলে তাদেরও নয়। তীব্র, দুর্বিষহ গরমে সবকিছুই গরম হয়ে যায়। শান্তি, স্বস্তি সব উধাও হয়ে যায়। কখন আকাশ সদয় হবে আর নেমে আসবে তার প্রসারিত হৃদয় থেকে শীতল করুণাধারা তারই প্রতীক্ষা! লিখেছেন পাভেল আখতার...

সামাজিক পরিসরে 'উত্তাপ' কিংবা 'উষ্ণতা'র অভাব নেই। প্রায়ই নানা ঘটনার, বিষয়ের পর্যাপ্ত তাপপ্রবাহ উঠোনে এসে পড়ে। তাতে নিজেদের সেঁকেও নিতে আমরা ভুলি না। নতুন বিষয় পুরনো হয়, আবার নতুন একটি বিষয় চলে আসে। এই-ই চলছে। যারা 'তাপিত' হয়ে ওঠেন দোষটা আসলে তাদেরও নয়। তীব্র, দুর্বিষহ গরমে সবকিছুই গরম হয়ে যায়। শান্তি, স্বস্তি সব উধাও হয়ে যায়। কখন আকাশ সদয় হবে আর নেমে আসবে তার প্রসারিত হৃদয় থেকে শীতল করুণাধারা তারই প্রতীক্ষা! রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ''ঘরে যখন আগুন লেগেছে, তখন কূপ খুঁড়তে যাওয়া বৃথা।'' অর্থাৎ, কূপটা আগেই খুঁড়ে রাখা প্রয়োজন। তেমনই, অত্যধিক গরম পড়লে গাছ লাগানোর কথাটা আমাদের মনে পড়ে। কেবল 'মনে পড়ে'। গাছ আর লাগানো হয় না। বরং নির্বিচারে চলে বৃক্ষচ্ছেদন। কত আমবাগান যে আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই! চারিদিকে শুধু বাড়ি আর বাড়ি। বাস করতে বাড়ি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু, গাছও কি প্রয়োজনীয় নয়?

সন্দেহ নেই, গাছ আমাদের বন্ধু। তার কাছ থেকে অক্সিজেন পাই, তার সবুজে চোখের আরাম মেলে। বেশ, ভাল কথা। কিন্তু, 'বন্ধু'র কাছ থেকে কি শুধু 'পেতেই' হয়, তাকে কিছু 'দেওয়ার'ও কি থাকে না? 'পরানসখা'র উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যেমনটা লিখেছিলেন : 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া, তোমায় আমায় জনম জনম এই চলেছে..!' এটাও হতে পারে যে, আমরা কিছু 'দেব না' বলে পরমুহূর্তেই আবার নাম দিয়েছি--'নিঃস্বার্থ বন্ধু'! কিন্তু, 'গাছকে আবার কী দেব'--অদ্ভুত কথা মনে হচ্ছে তো? ভাবতে হবে। তবে, আমরা যে একেবারে কিছুই 'দিই না' তা নয়, যে 'বন্ধু' আমাদের এত 'উপকার' করে, তার শরীরে আমরা অক্লেশে 'পরশুরামের কুঠার' চালিয়ে দিই! সেটাও তো 'দেওয়া', তাই না? আসলে আমরা তো 'কৃতজ্ঞ' হতেই শিখিনি, শিখেছি কেবল 'কৃতঘ্ন' হতে! সর্বত্র।

শুধু গাছই-বা বলি কেন, পাখি কি আমাদের বন্ধু নয়? পতঙ্গ? কত পাখি আজ আর দেখা যায় না! ফড়িং, প্রজাপতিও প্রায় অদৃশ্য! কী কারণে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল তা একবারও কি আমরা ভেবেছি? ওই যে ক্ষীণকায়া নদীটি তার ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে সে কি আমাদের শত্রু? তার কথাও তো ভাবার কোনও প্রয়োজন আমরা বোধ করিনি!

সব নিয়েই পরিবেশ। তাই ভাবনাটা সর্বত্রগামী হওয়া দরকার। আবার ভাবনাটা মোটেই একদিনের নয়, বরং রোজকার। তার চেয়েও বড় কথা হ'ল, ভাবনার থেকে 'কাজ' বেশি প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে একটি কথা বলা হয়েছে। 'জলে-স্থলে যত বিপর্যয় তা মানুষের কৃতকর্মের অনিবার্য পরিণতি, তার অর্জন।' ধর্মগ্রন্থ কিন্তু কোনও ঐশ্বরিক অভিশাপের কথা বলেনি। খুব বাস্তব কথা। তীব্র গরম, খরা, বন্যা ইত্যাদি বিপর্যয় সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবলে 'অর্জন' ছাড়া কিছু বলা যাবে না! কেন আজ এই নিদারুণ অবস্থা তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা আছে আমাদের? ঘরে এসি, ইনভার্টার, এয়ার কুলার ইত্যাদি থাকলেই তো হ'ল, আর চিন্তা কি, তাই না? পরিবেশের সাপেক্ষে চিন্তা করলে এগুলোও যে একেকটা 'মরণফাঁদ' তা আমরা বুঝেছি? নদীকে দেখে এত 'মায়া' লাগে! নদীর বুকে সুবিস্তৃত চর। নদী খনন নেই, শক্ত করে নদীর পাড় বাঁধার ব্যাপার নেই। ফলাফল? নদী ভাঙন আর অল্প বৃষ্টিতেও উপচে পড়া জলে ঘর ভাসানো বন্যা! মহানন্দে চলছে প্লাস্টিকের ব্যবহার! এক্ষেত্রেও সেই এক ও অদ্বিতীয় ঔদাসীন্য! রীতিমতো অভাবনীয়! বস্তুত, আমরা 'ভারসাম্য' শব্দটার সঙ্গে 'ঘর' করতেই ভালবাসি না! কিন্তু, এভাবে চললে আমাদের অন্তহীন ভোগবাদিতার প্রাসাদটাও যে একদিন হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়বে সে-খেয়াল আছে? বনের হরিণ ঘাসপাতা খেতে খেতে কখন যে বাঘের লোলুপ হাঁ-মুখের কাছে এসে পড়ে সে-হুঁশ তার থাকে না। কিন্তু, আমরা তো হরিণ নই....! পরিবেশ সম্পর্কিত আমাদের ভাবনাগুলো প্রতীকী হয়েই রয়ে গেল! অনেকটা ঘুমের ঘোর না-কাটতেই অকস্মাৎ জেগে উঠে আবার ঘুম পেলে যেমন হয় তেমন আর কি। আমাজনের জঙ্গলে আগুন দেখে আমরা আর্তনাদ করেছি! কী যেন মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেল, অথচ আমরা যে এখনও গাছের মর্ম বুঝলাম না, গাছ লাগানো দূরে থাক, নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন থেকেই বিরত হলাম না, সেই ভাবনা অন্তর্হিত! আমাজনের ব্যাপারটা সাংঘাতিক সন্দেহ নেই। কিন্তু, নিজের চারপাশটা নিয়ে মাঝেমধ্যেই জেগে ওঠা ক্ষণিকের বৃক্ষপ্রেম না-দেখিয়ে আন্তরিকভাবে স্থায়ী ভাবনা না-ভাবাটা যে তার চেয়ে আরও বেশি সাংঘাতিক, সেই চেতনা কবে আর জাগ্রত হবে? কয়েক বছর যাবৎ বর্ষাকাল আসে আর যায়, কিন্তু 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে' কিংবা 'বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি কী অপরূপ বৃষ্টি..' গান আর গাইতে পারা যায় না, কেন অসহ্য গরম ক্যালেন্ডারে বর্ষার সময়েও স্বমহিমায় বর্তমান থাকে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা আছে আমাদের? অনাবৃষ্টি, খরা এসব আদতে আমরাই 'ডেকে' নিয়ে আসি ; গাছের ডালে বসে সেই ডালই কাটার 'সুমহান' জীবনশৈলীতে!

যে মানুষ পরশুরামের কুঠার হাতে নির্মমভাবে গাছ কাটে, সেই মানুষ যে অবলীলায় মানুষকেও হত্যা করতে পারে, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে! পার্থক্য তো কেবল শব্দচয়নে, 'গাছ কাটা'-কে হত্যা বলছি না, কিন্তু আসলে তো তা হত্যাই। বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে আমরা এখন কে-না জানি যে, গাছেরও প্রাণ আছে, অতএব নির্বিচারে যখন বৃক্ষচ্ছেদন করা হয়, তখন তো প্রাণের সংহারই হয়! আর সেই হত্যাকাণ্ড যখন চলে, তখন প্রাণ থাকার সুবাদে গাছও কাঁদে, কষ্ট পায়--এ তো বাস্তব ব্যাপার! আমরা সেই নিরুচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পাই না, হননক্রিয়ার সময় গাছের ছটফটানি দেখতে পাই না, যা শুনতে বা দেখতে পাই মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণীকে হত্যার সময়--পার্থক্য এতটুকুই। যদি এমন হয় যে, গাছের কষ্ট চোখে দেখা যায় না বলে তার প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতাও অব্যাহত (এই যুক্তি অবশ্য নিতান্তই সরল), তাহলে মানুষকে হত্যার বেলায় কী যুক্তি (যদিও সবই অপযুক্তি) দেওয়া যাবে? কারণ, এক্ষেত্রে তো কষ্ট, আর্তনাদ সবই দু'চোখে দেখা যায়!

এসব কিছুই নয়। আসল ব্যাপার হ'ল, গাছ কিংবা মানুষ যেই হোক, প্রতিরোধে অক্ষমতাই তাদের চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার কারণ! আর, দুর্বলের মৃত্যু সবলের জন্য উল্লাসের উপাদান! সে যদি বুঝবেই যে, প্রতিরোধের ক্ষমতাহীন দুর্বল গাছ কিংবা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, তাহলে তার নির্মম হাত দুটি তো কেঁপে উঠবে, তখন তার উল্লাস-ইচ্ছুক মন কি অতৃপ্ত থেকে যাবে না! আর, কে চায় নিজেকে অতৃপ্ত রাখতে! তা যদি নিহত প্রাণের বিনিময়েও হয় তাহলেও! মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার হৃদয়ের প্রসারতায় ; যা ভালবাসা, মমত্ব, সংবেদনশীলতার মতো মহৎ গুণকে উচ্চকিত করে তোলে! কিন্তু, আজ বোধহয় সবই বৃথা! অনাগত ভবিষ্যৎ সম্ভবত 'মানুষ' শব্দটিকে নতুন ভাষ্যে নির্মাণ করবে! সেদিন সম্ভবত আর খুব বেশি দূরে নেই! জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সেই গানটা বারবার মনে পড়ে--'এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার !'

শুধু গাছই-বা বলি কেন, পাখি কি আমাদের বন্ধু নয়? পতঙ্গ? কত পাখি আজ আর দেখা যায় না! ফড়িং, প্রজাপতিও প্রায় অদৃশ্য! কী কারণে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল তা একবারও কি আমরা ভেবেছি? ওই যে ক্ষীণকায়া নদীটি তার ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে সে কি আমাদের শত্রু? তার কথাও তো ভাবার কোনও প্রয়োজন আমরা বোধ করিনি! সব নিয়েই পরিবেশ। তাই ভাবনাটা সর্বত্রগামী হওয়া দরকার। আবার ভাবনাটা মোটেই একদিনের নয়, বরং রোজকার। তার চেয়েও বড় কথা হ'ল, ভাবনার থেকে 'কাজ' বেশি প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে একটি কথা বলা হয়েছে। 'জলে-স্থলে যত বিপর্যয় তা মানুষের কৃতকর্মের অনিবার্য পরিণতি, তার অর্জন।' ধর্মগ্রন্থ কিন্তু কোনও ঐশ্বরিক অভিশাপের কথা বলেনি। খুব বাস্তব কথা। তীব্র গরম, খরা, বন্যা ইত্যাদি বিপর্যয় সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবলে 'অর্জন' ছাড়া কিছু বলা যাবে না! কেন আজ এই নিদারুণ অবস্থা তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা আছে আমাদের? ঘরে এসি, ইনভার্টার, এয়ার কুলার ইত্যাদি থাকলেই তো হ'ল, আর চিন্তা কি, তাই না?

গিডিয়ন লেভি

বাইডেন শান্তি চান, ইসরায়েল চায় যুদ্ধ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজায় যুদ্ধ থামাতে যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আসলে নিজেকে 'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে ঘোষণা করার জন্য হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে (আইসিসি) বাধ্য করতে যাচ্ছেন। রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলকেও তা করতে হবে। বাইডেন যখন এ সময় যুদ্ধবিরতি ও ইসরায়েলি জিম্মিদের রক্ষার সবচেয়ে ভালো প্রস্তাব দিয়েছেন, তখন সেটার প্রতি নেতিবাচক সাড়া দেওয়ার মানে হলো, একটি যুদ্ধাপরাধ ঘটানো।

শুধু তা-ই নয়, বাইডেনকে 'না' বলার মানে হলো, আরও বেশি অর্থহীন ও ব্যাপক রক্তপাত ঘটানোকে 'হ্যাঁ' বলা। এই রক্তপাত ইসরায়েলি সেনাদের, তার চেয়ে অনেক বেশি গাজাবাসীদের। এই 'হ্যাঁ' বলার মানে হলো, হামাসের হাতে জিম্মি হয়ে থাকা আটক ব্যক্তিদের মৃত্যু। এই 'হ্যাঁ' অর্থ গণহত্যাকে 'হ্যাঁ' বলা; উত্তর দিকে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে 'হ্যাঁ' বলা; ইসরায়েলকে একটি অচ্ছুত রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার প্রতি 'হ্যাঁ' বলা। বাইডেনকে 'না' বলে নেতানিয়াহু আসলে উল্লিখিত সবকিছুর প্রতি 'হ্যাঁ' বলেছেন। আর যিনি এ রকমভাবে 'হ্যাঁ' বলতে পারেন, তাঁকে অবশ্যই নিজ দেশেই যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করা উচিত যদি না আমরা সব ইসরায়েলি যুদ্ধাপরাধী হই।

শুক্রবার ও শনিবার রাতের মধ্যকার সময়ে অনেকেই হয়তো একটা ঘোরে ছিলেন যে নেতানিয়াহু বাইডেনের প্রস্তাবে সম্মত হবেন আর তা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব, যা দৃশ্যত নেতানিয়াহুকেই দেওয়া হয়েছে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সম্পর্কের বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটি বিচক্ষণ কূটনৈতিক পরিকল্পনা। এর আগে এর চেয়ে ভালো আর কোনো পরিকল্পনা মেলেনি। এটা ইসরায়েলকে যুদ্ধ ত্যাগ করা ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর শেষ সুযোগ উন্মোচন করে দিয়েছে।

কিন্তু প্রতি শনিবার যখন শেষ হয়, তখন যুদ্ধবাজরা সব তাঁদের সাব্বাত (ইহুদিদের সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিন যা প্রার্থনার মাধ্যমে পালিত হয়) থেকে জেগে ওঠেন। বাইডেন তো শুক্রবার সন্ধ্যা বেছে নিয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ ইসরায়েলিদের কাছে তাঁর পরিকল্পনা তুলে ধরার জন্য, যা আমাদের জন্য একটি আশার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিল। তবে তা দ্রুতই হাওয়া হয়ে যায় যখন ইসরায়েলের আকাশে শনিবার সন্ধ্যার তিনটি তারা ফুটে উঠে সাব্বাতের সমাপ্তি জানান দেয়। একই সঙ্গে জানান দেয় যে যুদ্ধ চলবে।

বাইডেন ভালো চেয়েছেন। তবে ইসরায়েলের তো অসাধু মতলব আছে। বাইডেন শান্তি চান, কিন্তু ইসরায়েল চায় যুদ্ধ। এমনকি হামাসও এখন ইসরায়েলের চেয়ে বেশি করে শান্তি চায়।

বাইডেন এই সবকিছু শেষ করতে চেয়েছেন। তিনি অনেক দিন ধরেই চাচ্ছেন। তিনি চাচ্ছেন, কিন্তু তিনি একটা কিছু করছেন না। শুক্রবার যখন তিনি তাঁর পরিকল্পনা পেশ করলেন, তখন একটা কঠোর বাক্য যোগ করা উচিত ছিল: যদি ইসরায়েল এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে, যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করবে। এটা এক্ষুনি করতে হবে। কেবল তাহলেই এই দুঃস্বপ্নের সমাপ্তি হবে, শেষ হবে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির, যা শেষ হওয়ার আপাতত কোনো লক্ষণ নেই।

যুদ্ধের এই গোটা সময় আমি এটা বিশ্বাস করিনি যে নেতানিয়াহু শুধু তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক পরিণতির বিবেচনা দ্বারা চালিত হয়েছেন। যে নেতানিয়াহুকে আমি চিনি, তাতে আমি বিশ্বাস করি যে তাঁর আরও কিছু বিবেচনা আছে। বাইডেনকে 'না' বলার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মধ্যে রাষ্ট্রনায়কসুলভ যেটুকু বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট আছে, তা-ও মুছে ফেলছেন। অবশ্য আদৌ যদি সে রকম কিছু সত্যি অবশিষ্ট থেকে থাকে।

আর সেটি হলো, সামান্য হলেও সংযত হওয়ার ছাপ। আমরা তো বছরের পর বছর বিশ্বাস করে এসেছি যে যখন সেনাবাহিনী পাঠানো হয় ও যুদ্ধ সূচিত হয়, তখন এ কাজে নেতানিয়াহুই ইসরায়েলের সবচেয়ে সতর্ক ও পরিমিত প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু গত বছরের ৭ অক্টোবরের যুদ্ধ শুরু থেকে এই বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া তাঁর প্রতি এই ধারণার চিরতরে অবসান ঘটাবে। আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া নেতানিয়াহু এবং তাঁর সহযোগী ও ডানপন্থী জবরদস্তিকারীদের উদ্দেশ্য নিয়েও সন্দেহকে স্ফীত করে তুলবে। তাঁরা তো সবাই গণহত্যা চান। তাঁদের প্রতিশোধপরায়ণতা ও রক্তলোলুপতাকে আর অন্য কোনোভাবে বর্ণনা করার উপায় নেই।

তা ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য কারও অপেক্ষা করার দরকার নেই। শনিবার ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) বেইত হানায়ুনে লিফলেট ছেড়ে বিধ্বস্ত ঘরবাড়িতে ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের আবার তা খালি করে দিতে বলেছে। আর এটাই তো প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দেওয়া যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনার প্রতি ইসরায়েলের সত্যিকারের জবাব। এ ঘটনা এটাও বুঝিয়ে দেয় যে এখন থেকে যুদ্ধ কোন দিকে ধাবিত হবে। এটি ধাবিত হবে মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞের সীমাহীন এক চক্রে। রাফার পর আমরা আবার ফিরে যাব শুরুতে, গাজার উপত্যকার উত্তরে–মনোপলি (বোর্ডগেম) খেলার মতো করে। তবে তা নৃশংসতার সঙ্গে এবং সেখান থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে আবার রাফায়, জাবালিয়ার ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে। এভাবেই চলতে থাকবে রক্তভেজা কাদামাটিতে।

সেনাবাহিনীর ছাপাখানা লিফলেট ছাপানো বন্ধ করবে না। উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিরা কসাইখানার পশুর মতো এপাশ থেকে ওপাশে ছুটবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না গাজার শেষ পাথরটি উপড়ে ফেলা হবে।

অথবা কবি মোশে তাবেনকিনের ভাষায়–'আগুনের জন্য পরিত্যক্ত কাঠ/অথবা চুল্লির জন্য কয়লা/রুটি, আগুন ও পানি ছাড়া একটি জায়গা/যেখানে আছে শুধু কয়েক মুঠো ছাই।'

বাইডেন এই সবকিছু শেষ করতে চেয়েছেন। তিনি অনেক দিন ধরেই চাচ্ছেন। তিনি চাচ্ছেন, কিন্তু তিনি একটা কিছু করছেন না। শুক্রবার যখন তিনি তাঁর পরিকল্পনা পেশ করলেন, তখন একটা কঠোর বাক্য যোগ করা উচিত ছিল: যদি ইসরায়েল এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে, যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করবে। এটা এক্ষুনি করতে হবে। কেবল তাহলেই এই দুঃস্বপ্নের সমাপ্তি হবে, শেষ হবে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির, যা শেষ হওয়ার আপাতত কোনো লক্ষণ নেই।

গিডিয়ন লেভি ইসরায়েলি সাংবাদিক। হারেৎজে প্রকাশিত তাঁর লেখাটির বাংলায় রূপান্তর

প্রথম নজর

ভাঙড়ে আইএসএফের থেকে এগিয়ে তৃণমূল, যাদবপুরে জয় সায়নীর

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● যাদবপুর

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার যাদবপুর সংসদীয় আসনে জয়লাভ করলেন তৃণমূলের অভিনেত্রী প্রার্থী সায়নী। আইএসএফ-এর কাছে পিছিয়ে থাকা ভাঙড়েও এগিয়ে রয়েছেন সায়নী ঘোষ।

শহর-শহরতলী ও গ্রামীণ অংশ নিয়ে গড়ে ওঠা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র যাদবপুরে তৃণমূলের রাজ্য যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় জনতা পার্টির ডক্টর অনির্বাণ গাঙ্গুলিকে পরাজিত করেছেন ২ লক্ষ্য ৫৮ হাজার ২০১ ভোটে। তৃতীয় হয়েছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সৃজন ভট্টাচার্য। চতুর্থ হয়েছেন ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের আইনজীবী নুর আলম খান।

সায়নী ঘোষ ৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৯৯ ভোট পেয়েছেন। অনির্বাণ গাঙ্গুলি পেয়েছেন ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৯৮ টি। সৃজন ভট্টাচার্য পেয়েছেন ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭১২ টি ভোট। নুর আলম খান পেয়েছেন ৮৩ হাজার ৩৬২ ভোট। এই জয় শুধু সায়নীকে স্বস্তি দেয়নি, স্বস্তি দিয়েছে সওকাত মোল্লাকেও। ২০২১ সালে আইএসএফ-এর হয়ে নওসাদ সিদ্দিকী জয়লাভ করেছিলেন ভাঙড়ে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ৩১ টি আসনের মধ্যে একমাত্র ভাঙড়ে পরাজয়ের মুখে পড়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ভাঙড় উদ্ধারে দলীয় পর্যবেক্ষক করে বিশেষ দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ক্যানিং পূর্বর তৃণমূল বিধায়ক সওকাত মোল্লাকে।

ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় জোড়াফুলের সায়নী ঘোষ পেয়েছেন ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৮৬ টি ভোট। খামের নুর আলম খান পেয়েছেন ৭৫ হাজার ৪ ভোট। পদ্মফুলের অনির্বাণ গাঙ্গুলি পেয়েছেন ২৯ হাজার ২১১ টি ভোট। কাস্তে হাতুড়ির সৃজন ভট্টাচার্য পেয়েছেন ৭ হাজার ৯৩০ ভোট।

উলুবেড়িয়া থাকল ফের সাজদার দখলে

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: ২৪-শের লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়ায় তৃণমূলেই আস্থা রাখল জনগণ। উলুবেড়িয়া লোকসভার আসনটি বরাবরই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত। ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই আসনে এবারও তৃণমূলের প্রার্থী সাজদা আহমেদ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়ার তথ্য অনুযায়ী ২ লাখ ১৮ হাজার ৬৭৩ ভোটে জয়ী হলেন। দ্বিতীয় স্থানে বিজেপির প্রার্থী অরুণ উদয়পাল চৌধুরী।গোটা রাজ্যের পাশাপাশি উলুবেড়িয়াতেও দলের প্রার্থী এগিয়ে আসার খবর আসতেই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সবুজ আবির ওড়ানো এবং একে অপরকে আবির দেওয়া শুরু হয়ে যায়।বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যার পর খবর আসে ফাইনাল রেজাল্টের।তাতেই জানা যায়,সাজদা আহমেদ ২ লাখ ১৮ হাজার ৬৭৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন।

প্রসঙ্গত,১৯৭৭ সাল থেকেই সিপিএম-এর দখলে ছিল এই কেন্দ্র। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের নির্মলেন্দু ভট্টাচার্যকে পরাজিত করেন সিপিআইএম-এর শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

১৯৮০ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত পরপর আটবার এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন সিপিআইএম-এর হান্নান মোল্লা। ২০০৪ সালে তৃণমূলের প্রার্থী রাজীব বন্দোপাধ্যায়কে হারিয়ে শেষবারের জন্য হান্নান মোল্লা এই কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুলতান আহমেদ জয়ী হন। তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী সাজদা ২০১৮ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন। পরপর দু'বার জয়ী সাজদায় ভরসা রাখে তৃণমূল কংগ্রেস।কেবল ভরসা রাখা নয়,২৪-শের লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণায় শেষ হাঁসি হাঁসলেন সুলতান জায়া সাজদা আহমেদ।এদিন জয় ঘোষণার পরেই সার্টিফিকেট নিতে আসেন শারিক আহমেদ ও তারিক আহমেদ দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে।

বোলপুরে বিপুল ভোটে জয় অসিত মালের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে মনোনীত প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের অসিত মাল ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৪০ ভোটে জয়লাভ করেন।সকাল থেকে আটো সাটো নিরাপত্তা বাহিনীতে ঘেরা ছিল বোলপুর কলেজ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসিত কুমার মালের ভোটের ব্যবধান বাড়তে থাকে। কিন্তু বেলা শেষে দেখা গেল বিপুল ভোটে তিনি জয়লাভ করেছেন। তার এই জয় লাভে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বোলপুরে সবুজ আবিরে ভরিয়ে দেন। ধর্ম মত নির্বিশেষে সকলেই এই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেন। বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখের নেতৃত্বে বিজয় মিছিল ডাকবাংলো ময়দান থেকে তৃণমূল কর্মীরা ঢাকের তালে আবির খেলে বোলপুর পথ পরিক্রমা করে আবার ডাকবাংলো ময়দানে বিজয় মিছিল শেষ হয়। ছিলেন কাজল শেখ, কেতুগ্রামের বিধায়ক শাহনেওয়াজ, নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি সহ তৃণমূলের নেতা নেতৃবৃন্দ।

দলবদলু লোকসভার প্রার্থীদের সকলেই পরাজিত বাংলায়

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: দেশের রাজনীতি থেকে রাজ্য রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই দলবদলের ঘটনা নতুন নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দলবদলকারী আবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসনে থাকা রাজনীতিকদের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা বিজেপি উভয় দলেরই একাধিক প্রার্থীর লোকসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরাজয় রাজ্য রাজনীতিতে যেন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

লোকসভা ভোটের আগে দল বদলে তৃণমূল থেকে বিজেপি গিয়েছিলেন অর্জুন সিং ও তাপস রায়।

অন্যদিকে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন বিশ্বজিৎ দাস, মুকুটমণি অধিকারী, কৃষ্ণ কল্যানীরা। যারা সকলেই এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য সকলেই হেরেছেন। অনেকেই মনে করছেন সাধারণ মানুষ দলবদলুদের প্রত্যাখ্যান করেছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন বিশ্বজিৎবাবু। মুকুল রায়ের অনুগামী বলে পরিচিত বিশ্বজিতের দলবদলে অবশ্য অবাক হননি কেউ। তখন বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনে এবার সেই বিশ্বজিৎকেই শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে প্রার্থী করে তৃণমূল। যদিও শেষ হাসি হাসলেন সেই শান্তনু ঠাকুরই। বিশ্বজিৎ দাসের থেকে ৭৩৬৯৩ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর।

পাশাপাশি ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণার আগে তৃণমূলে যোগ দিয়ে এই কেন্দ্রের ঘাসফুলের প্রার্থী হয়ে ওঠেন মুকুটমণি অধিকারী।

২০০৯ সালে রানাঘাট কেন্দ্র গঠিত হওয়ার পর প্রথম ২ বার ক্ষমতা দখল করে তৃণমূল। তবে উনিশের নির্বাচনে সেখানে ফোটে পদ্মফুল। মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ এই লোকসভা কেন্দ্রে বসবাস করেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলও বিজেপির পক্ষে যায়। কিন্তু, বিজেপিরই বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী গেরুয়া শিবির ছেড়ে এবার তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হ। যদিও জয় অধারা থেকে গেল মুকুটমণি বাবুর। প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার ১৮৬৮৯৯ ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে নিজের 'গড়' হারিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং।

ব্যারাকপুরে জিতেছেন তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে ৬৪৪৩৮ ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক।

সাম্প্রতিক সময়ে দলবদলুদের তালিকার প্রথমে থাকা তাপস রায়ও লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। তাপস রায় ২০০১ সালে বড়বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর, ২০১১ ও ২০১৬, সালে তিনি বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০২১ সালেও তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হন। কিন্তু এবার লোকসভা ভোটের আগেই দলের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তাপস রায়। লোকসভা নির্বাচনে উত্তর কলকাতায় তাঁকে প্রার্থী করে বিজেপি। উল্টে দিকে তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন দলের বর্ষীয়ান নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হল তাপসের। শেষ হাসি হাসলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলবদলুকে প্রত্যাখ্যান করে তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করেছেন কলকাতাবাসী তিনি ৯২৫৬০ ভোটে জিতেছেন।

অন্যদিকে রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রায়গঞ্জের মার্চেন্ট ক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় বিজেপিতে যোগ দেন।

২০২১ সালে বিজেপির টিকিটে রায়গঞ্জ বিধানসভা আসনে জেতার কিছুদিন পরেই তিনি ঘাসফুলে আস্থা রেখে তৃণমূলে যোগ দেন। পদ্ম শিবির এবার এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে কার্তিকচন্দ্র পালকে। আবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের টিকিটে লড়ছেন কৃষ্ণ কল্যাণী। যদিও দলবদলো কৃষ্ণ কল্যাণীকে পরাজিত করে ৬৮১৯৭ ভোটে বিজেপির কার্তিক চন্দ্র পাল জয়ী হয়েছেন। সাধারণ মানুষ দলবদলুদের প্রত্যাখ্যান করেছে তা এই পরিসংখ্যানই কার্যত তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ফের তাহেরেই আস্থা, স্বপ্ন ভঙ্গ সেলিমের

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শারীরিক অবস্থা খারাপ থাকার কারণে নির্বাচনী প্রচারে তেমন ভাবে প্রভাব ফেলতে না পারলেও ভোটাররা দ্বিতীয় বার তাহেরের উপর আস্থা রাখলো তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এবছরের নির্বাচন ছিল এক অন্য রকম যে নির্বাচন কোনো দিন কেও কল্পনাও করতে পারেনি যে মুরাহিদাবাদের নির্বাচন আর রক্ত ঝরবে না বা লাশ পড়বে না এটা কোনো দিন হয় নাকি কিন্তু সেই পুরোনো ইতিহাস কে পাল্টিয়ে এবছরের নির্বাচন অবাধ শান্তশিষ্ট নির্বাচন হয়েছে সাধারণ মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে নির্ভয়ে। আর মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোটের প্রার্থী ছিলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম তার বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রার্থী করা হয় বিদায়ী সাংসদ আবু তাহের খান কে। প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই জোরকদমে নিয়ম করে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলেন জোট প্রার্থী মোঃ সেলিম। কিন্তু সেই ঝড়ে কাজ হলো না গণনার দিনে। এদিন প্রথম থেকেই ব্যাপক মার্জিনে এগিয়ে আসছিলেন বিদায়ী সাংসদ ও প্রার্থী আবু তাহের খান। বেলা যতই গড়িয়ে যাচ্ছে তাহেরের জেতার সম্ভাবনা ততই বেড়ে চলেছে ২১ রাউন্ড গণনা শেষে মহ সেলিমকে ১৬৪২১৫ ভোটে পিছিয়ে জয় লাভ করেন। যদিও গত লোকসভার জয়ের মার্জিনের অনেকটাই কমেছে এবছর। আবু তাহের জয়ী হওয়ার পর তিনি তার হয় দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে উৎসর্গ করেন পাশাপাশি তিনি এই জয় মানুষের জয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিটা নেতা কর্মী সমর্থকদের জয়। তিনি আরো বলেন বাংলার তথা জেলার মানুষ যেভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার তিনে তিন প্রার্থী কে জয়ী করেছে। পাশাপাশি বাম ও কংগ্রেসের হেভিওয়েট রাজ্য নেতাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। আবু তাহের খান জয় নিশ্চিত হতেই দলীয় কর্মী সমর্থকরা আবির ও ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানায়,গণনা কেন্দ্রে হাজির হন হরিহর পাড়ার বিধায়ক নিয়ামত সেখ। জোট প্রার্থী মোঃ সেলিম তার পরাজয় নিয়ে বলেন গোটা রাজ্যর পাশাপাশি দেশের ফল মেলেনি,তিনি আরো বলেন যাতে করে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যেনো না ঘটে সেই দিকেই এখন নজর দিতে হবে ,যদিও শাসক দলের বেশি কর্তব্য বলে তিনি জানান।

বাম কংগ্রেস জোটের বেশি ভোট পাওয়ার আশা ছিল জলঙ্গী, রানীনগর, ডোমকল বিধানসভা থেকে কিন্তু কোথাও কোনো লিড হয়নি জোটের। তৃণমূলের বেশি ভোট লিট দিয়েছে ভগবান গোলা, হরিহর পাড়া, করিমপুর বিধান সভা থেকে।

বিশ্বকাপ জয়ী কীর্তির বর্ধমান-দুর্গাপুর জয়

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ভারতকে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী দলে অন্যতম সদস্য ছিলেন। এবার বর্ধমান দুর্গাপুর আসনটি বিজেপির কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করলেন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্গ বলে পরিচিত বর্ধমান দুর্গাপুর আসনটি গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হয় ।এই আসনটি বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া জয় লাভ করেন। এতে রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি সহ প্রত্যেকেই অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন । গত বোর্ডের লোকসভার পরাজয় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ফসল বলে জানা যায়। এবারে পূর্ব বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব কথা দিয়েছিল যে বর্ধমান দুর্গাপুর আসনটি তারা মমতা ব্যানার্জির হাতে তুলে দেবেন। প্রত্যাশা মত কাজ হয়েছে। বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার কীর্তি আজাদকে প্রার্থী করায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোন সুযোগ ছিল না। বিগত পাঁচ বছর বিজেপির সাংসদ থাকার কারণে বর্ধমান দুর্গাপুরে সেভাবে উন্নয়নমূলক কোন কাজ আগাইনি। এরপরে বর্ধমান দুর্গাপুরের মানুষ মনে করছেন যে অনেক কাজ দ্রুততার সঙ্গে হবে। কীর্তি আজাদের এই জয়লাভ তৃণমূল কংগ্রেসের বহুদিনের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হল। আসনটি পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে একেবারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন । সেই পরিশ্রম সার্থক হল । বিজেপির থেকে আসন ছিনিয়ে নিল তৃণমূল।

মুর্শিদাবাদ জুড়ে সবুজ ঝড়, অধীর যুগের অবসানে নতুন অধ্যায় শুরু

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একসময় অধীর গড় নামে পরিচিত মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে এবং ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের সবুজ ঝড় মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে তৃণমূলের জয়জয়কার। জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে লক্ষাধিক ব্যবধানে জয়লাভ করলো তৃণমূল প্রার্থীরা। এমনকি পাঁচ বারের সাংসদ অধীর চৌধুরীকেও পিছনে ফেলে বহরমপুর কেন্দ্রটি দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস।

অন্যদিকে ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনে ১৫ হাজার ৬১৭ ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী আঞ্জু বেগমকে পরাজিত করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রিয়াত হোসেন সরকার। তার মোট প্রাপ্ত ভোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯৬ টি। অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থী আঞ্জু বেগম ৯১ হাজার ৪৭৯ টি ভোট পান।

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিদায়ী সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী খলিলুর রহমান ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩৭ ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী মুর্তজা হোসেনকে পরাজিত করেন। ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪২৭ টি ভোট পান খলিলুর রহমান। অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থী মুর্তজা হোসেন ভোট পেয়েছেন ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৯০ টি। বিজেপি প্রার্থী ধনঞ্জয় ঘোষের প্রাপ্ত ভোট ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৮১৪ টি।

পুনরায় নির্বাচিত হয়ে খলিলুর রহমান বলেন, 'জঙ্গিপুরবাসী যে দায়িত্ব আবারো আমার উপর দিয়েছেন, আমি তা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের চেষ্টা করব।' মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে বিদায়ী সাংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খান ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ২১৫ ভোটের ব্যবধানে সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম কে পরাজিত করেন। আবু তাহের খানের পাওয়া ভোটের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৪৪২ টি। অন্যদিকে মহম্মদ সেলিম ৫ লক্ষ ১৮ হাজার ২২৭ টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। বিজেপি প্রার্থী গৌরীশংকর ঘোষ ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৩১ টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। অন্যদিকে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ৮৫০২২ ভোটে ২৫ বছরের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে তার কেন্দ্র বহরমপুরে পরাজিত করলো তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান।

ইউসুফ পাঠান ৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৫১৬ টি ভোট পান। অন্যদিকে অধীর রঞ্জন চৌধুরী ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৯৪ টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। বিজেপি প্রার্থী তৃতীয় স্থানে।

চার কেন্দ্রে বামেদের পিছনে ফেলে তৃতীয় আইএসএফ

আপনজন ডেস্ক: ভোট গণনার শুরু থেকে পশ্চিমবঙ্গে তৃণশূলের দাপট লক্ষণীয়। সব বুথ ফেরত সমীক্ষাকে পিছনে ফেলে তৃণমূল অসম্ভব গতিতে এগিয়ে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অপরদিকে, অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে কংগ্রেস, সিপিএম। যদিও ময়দানে রয়েছে আইএসএফও।

তৃণমূল সিপিএম জোট এবারে নির্বাচনে বিধানসভার জোট সঙ্গী আইএএসএফকে সঙ্গে নেয়নি। ফলে লোকসভা নির্বাচনে একাই লড়ছে আইএসএফ।

বুথ ফেরত সমীক্ষায় ময়দানে কংগ্রেস সিপিএম জোটকে তৃতীয় শক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছিল। যদিও সন্দেহ নেই রাজ্যে লোকসভার ভোটে সামগ্রিকভাবে তৃতীয় স্থানে থাকবে কংগ্রেস সিপিএম জোট।

তবে, লোকসভা নির্বাচনে প্রথম বার নির্বাচনে নেমে বেশ কয়েকটি আসনে আপাতত তৃতীয় স্থান দখল করে নিয়েছে নওশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ। আইএসএফ আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে বনিবনা না হওয়ায় সিপিএমের সঙ্গে জোটে যায়নি। ফলে, তারা একলা চলো রে নীতি নিয়েছে। কিন্তু এবারের প্রথম বার লোকসভা নির্বাচনে নেমে বেশ কয়েকটি আসনে আপাতত তৃতীয় স্থানে থেকে চমকে দিচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, যে চারটি আসনে কংগ্রেস সিপিএম জোটকে পিছনে ফেলে আইএসএফ তৃতীয় স্থান দখল করে নিয়েছে সেই চারটি আসন হল বসিরহাট, বারাসত, জয়নগর ও মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্র।

এই চার আইএসএফ প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন মুসলিম। নির্বাচন কমিশনের ফলাফল অনুযায়ী বসিরহাটে তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম পেয়েছেন ৮০৩৭৬২ টি ভোট। দ্বিতীয় স্থানে বিজেপির রেখা পাত্র পেয়েছেন ৪৭০২১৫ টি ভোট। আর সিপিএম প্রার্থীকে পিছনে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন আইএসএফ প্রার্থী আখতারুল ইসলাম বিশ্বাস।

আখতারুল ইসলাম বিশ্বাস পেয়েছেন ১২৩৫০০ টি ভোট, যেখানে সিপিএম প্রার্থী নিরাপদ সরদার আইএসএফের তুলানায় প্রায় অর্ধেক ভোট পেয়েছেন। তার ভোটপ্রাপ্তি ৭৭৮৯৯ টি ভোট।

বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৬৯২০১০ ভোট পেয়েছেন । সেখানে দ্বিতীয় স্থানে বিজেপির স্বপন মজুমদার। আর তৃতীয় স্থানে আইএসএফের তাপস ব্যানার্জি। তাপস ব্যানার্জি ১২১৪৪০ ভোট পেলেও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সঞ্জীব চ্যাটার্জি আইএসএফের তুলনায় প্রায় অর্ধেক ভোট পেয়েছেন। সঞ্জীব চ্যাটার্জি পেয়েছেন মাত্র ১০০০০০ ভোট।

জয়নগর (তপ) লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল ভোট পেয়েছেন ৮৯৪৩১২ টি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিজেপির অশোক কাণ্ডারি পেয়েছেন ৪২৪০৯৩ টি ভোট।

আর তৃতীয় স্থান বামেদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন আইএসএফের প্রার্থী মেঘনাথ হালদার। মেঘনাথ হালদার ৬৫৩৭২ টি ভোট পেয়েছে। আর আরএসপি প্রার্থী পেয়েছেন মাত্র ৪০১১৩ টি ভোট। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপি হালদার ৭৫৫৭৩১ ভোট পেয়ে অনেক এগিয়ে।

দ্বিতীয় বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইত। এই কেন্দ্রেও সিপিএম প্রার্থী শরৎ চন্দ্র হালদারকে পিছিনে ফেলে তৃতীয় স্থান দখল করে নিয়েছেন আইএসএফ প্রার্থী অজয় কুমার দাস। আইএসএফ প্রার্থী ৮৭৬০৬ টি ভোট পেলেও সিপিএমে প্রার্থী পেয়েছেন ৬১১০০ টি ভোট।

আখতারুল ইসলাম বিশ্বাস

তাপস ব্যানার্জি

মেঘনাথ হালদার

অজয় কুমার দাস

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাজী নুরুলের জয়ে উচ্ছ্বসিত শাসন এলাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ ভোটে জিতেছেন বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম। আর এই খবর শুনে সবুজ আবীর মেখে রাস্তায় নেমে পড়ে শাসনের তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর জয়। এ নিয়ে শাসনের তৃণমূল নেতা আব্দুল হাই বললেন, এই জয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জয়। এই জয় বাংলার মানুষের জয়। সবুজ আবীর মেখে এভাবেই আনন্দে মাতলেন শাসনের তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। এদিন ভোটের ফলে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ৩০ এর বেশি আসনে এগিয়ে থাকার কথা শুনে সবুজ আবীর মেখে ও ডিজে বাজিয়ে আনন্দে মাতলেন শাসনের তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। পাশাপাশি কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আসন যদি আরো কমে যায় এমনটাই চাইছেন তারা। ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসলে দেশের জন্য ভালো হবে বলে মন্তব্য করেন আব্দুল হাই।

মালদা উত্তরে পদ্মের জয়

দেবাশিস পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা উত্তরে আবারও ফুটলো গেরুয়া শিবিরের পদ্ম। আর মালদা দক্ষিণে মজবুত হলো কংগ্রেসের হাত। ৪ জুন মঙ্গলবার ভোট গণনার মধ্যে দিয়ে শেষ হলো অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন। গত ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে সাত দফায় গত ১ জুন শেষ হয় লোকসভা নির্বাচন। ৪ জুন মঙ্গলবার ছিল ভোট গণনা। মালদা জেলায় দুটি লোকসভা কেন্দ্র। মালদা উত্তর এবং মালদা দক্ষিণ। মালদা উত্তরের গণনা কেন্দ্র ছিল মালদা কলেজ। আর মালদা দক্ষিণের গণনা কেন্দ্র ছিল পলিটেকনিক কলেজ। মালদা উত্তরে অন্যতম প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন, বিজেপির খগেন মুর্মু,তৃণমূলের প্রসূন ব্যানার্জি এবং কংগ্রেসের মোস্তাক আলম। আর মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের অন্যতম প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন, কংগ্রেসের ঈশাখান চৌধুরী, বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী এবং তৃণমূলের শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। কংগ্রেস প্রার্থী ঈশাখান চৌধুরী প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়াতেই কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়।

মোদি মিথ্যুক, অযোগ্য: মহুয়া

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র বহিষ্কৃত মহুয়া উপর রাখল মানুষ। নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে দেশ। কৃষ্ণনগর আসন থেকে জয় সুনিশ্চিত হতেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন মহুয়া মৈত্র। নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে দেশ। জয় নিশ্চিত হতেই এই ভাষাতেই প্রতিক্রিয়া দিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। তাঁর কথায়,আমি জিতেছি বলে নিশ্চয় খুশি, তবে বিজেপির মতো অশুভ শক্তি হেরেছে বলে তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি। মোদির মতো মিথ্যাবাদী-অযোগ্য এবং অপদার্থ প্রধানমন্ত্রী দশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। এবার দেশ মোদির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কুর্নিশ।

‘মেসি আমার আয়না, মেসি আমার বন্ধু’, বললেন নেইমার

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি ও নেইমারের বন্ধুত্বের গল্প বেশ পুরোনো। ২০১৩ সালে সান্তোস ছেড়ে নেইমার বার্সেলোনায় যাওয়ার পর থেকে গভীর হতে থাকে দুজনের বন্ধুত্ব। ২০১৭ সালে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যাওয়ার পর দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ কমে গেলেও মানসিক দূরত্ব কখনোই কমেনি। মাঝে নেইমারকে বার্সায় ফেরানোর চেষ্টাও করেছিলেন মেসি। তবে আর্জেন্টাইন মহাতারকা সে চেষ্টায় সফল হননি।

পরে মেসি যখন ফ্রি এজেন্ট হিসেবে বার্সা ছাড়েন, তখন তাঁকে পিএসজিতে নেওয়ায় বড় ভূমিকা রাখেন নেইমারই। এরপর ২০২১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত দুজন একসঙ্গে খেলেন প্যারিসের ক্লাবটিতে। গত গ্রীষ্মের দলবদলে মেসি পিএসজি ছেড়ে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে, আর নেইমার নিজের ঠিকানা হিসেবে বেছে নিয়েছেন সৌদি ক্লাব আল হিলালকে। দুজনের মধ্যে আবার দেখা-সাক্ষাৎ কমে গেলেও মানসিক সম্পর্ক আগের মতো আছে বলেই মন্তব্য করেছেন নেইমার।

এমনকি দুজনের মধ্যে নিয়মিত ফোনে আলাপ এবং বার্তা আদান-প্রদান হয় বলেও নিশ্চিত করেছেন নেইমার। সম্প্রতি ব্যান্ড স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মেসিকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আল হিলাল তারকা বলেন, মেসি তাঁর আদর্শ এবং বন্ধু।

মেসির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নেইমার বলেছেন, ‘আমরা একে অপরের চেয়ে অনেক দূরে আছি কিন্তু আমাদের কথা হয়। আমরা প্রচুর কথা বলি। এমনকি গতকালও সে আমাকে একটি বার্তা পাঠিয়েছে। আমরা একে অন্যকে নিয়ে খুশি। এখানে শিরোপা জেতার পর সে আমাকে বার্তা পাঠিয়েছে। আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি।’

গত বছর কোপা আমেরিকা ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর মেসিকে জড়িয়ে নেইমারের কান্নার দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এরপর ড্রেসিংরুমেও একসঙ্গে আড্ডা দিতে দেখা যায় দুজনকে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় একে অপরকে নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে দুজনকে।

সে ধারাবাহিকতায় আবারও মেসিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন নেইমার। আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে অসাধারণ মানুষ উল্লেখ করে নেইমার বলেছেন, ‘সে অসাধারণ একজন মানুষ। মেসি আমার জন্য দারুণ এক আয়না, অসাধারণ একজন আদর্শ। আদর্শের পাশাপাশি সে আমার বন্ধুও। আমাদের প্রচুর আড্ডা হয়।’

রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ৫ বছরের চুক্তি এমবাপ্পের

আপনজন ডেস্ক: পিএসজি থেকে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে স্প্যানিশ ক্লাবটির সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি সই করেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। স্প্যানিশ ক্লাবটি আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তির খবর জানিয়েছে। রিয়ালের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আগামী পাঁচ মৌসুমের জন্য এ খেলোয়াড়ের সঙ্গে চুক্তি করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।’

রিয়ালে যোগ দিতে ২৫ বছর বয়সী এমবাপ্পে এ বছর ফেব্রুয়ারিতে ক্লাবটির সঙ্গে মৌখিকভাবে সম্মত হন। এরপর গত মাসে ফরাসি তারকা জানান, তিনি মৌসুম শেষে পিএসজি ছাড়বেন। গত শনিবার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের ১৫তম শিরোপা জয়ের পর এমবাপ্পের সঙ্গে চুক্তির খবরটি আনুষ্ঠানিকভাবে জানাল রিয়াল।

ফ্রান্সের হয়ে এমবাপ্পে ইউরোর প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে মাঠে নামার আগেই তাঁকে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে ঘোষণা করল রিয়াল।

২০১৭ সালে মোনাকো ছেড়ে কাতারি মালিকানাধীন পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর ক্লাবটির হয়ে রেকর্ড ২৫৬ গোল করেছেন এমবাপ্পে। ২০১৮ সালে ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপও জেতেন এমবাপ্পে। মাত্র ১৮ বছর বয়সী এমবাপ্পেকে ১৮ কোটি ইউরোয় কিনেছিল পিএসজি।

পিএসজির হয়ে ৬ বার লিগ আঁ শিরোপা জিতেছেন এমবাপ্পে। ২০২০ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালেও খেলেছেন পিএসজির হয়ে। কিন্তু হেরে যেতে হয় বায়ার্ন মিউনিখের কাছে। কাতারে অনুষ্ঠিত ২০২২ বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন এমবাপ্পে। কিন্তু টাইব্রেকারে ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা।

এমবাপ্পে ছাড়াও ব্রাজিলের তারকা নেইমার এবং মেসিকে দলে টেনেছিল পিএসজি। লক্ষ্য ছিল চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়। কিন্তু এই তিন তারকা মিলেও পিএসজিকে আরাধ্য চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাতে পারেননি। তবে এমবাপ্পে বেড়ে ওঠার সঙ্গে তাঁর তারকাখ্যাতি যেমন বেড়েছে, তেমনি ফ্রান্স জাতীয় দল এবং দেশটিতে তাঁর গুরুত্বও বেড়েছে।

২০২২ সালের জুনে এমবাপ্পের রিয়ালে যোগ দেওয়া যখন নিশ্চিত মনে হচ্ছিল, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর হস্তক্ষেপে পিএসজিতে থেকে যেতে রাজি হন তিনি।

এবার রিয়ালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের পর ক্লাবটির আক্রমণভাগে ভিনিসিয়ুস, জুড বেলিংহাম ও রদ্রিগোর সঙ্গে জুটি গড়বেন এমবাপ্পে।

লোকসভা নির্বাচনে দুই বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের ‘ছক্কা’

আপনজন ডেস্ক: ভারতের রাজনীতিতে অভিনয়শিল্পীদের পদচারণ নতুন কিছু নয়। খেলার জগতের তারকাদেরও ঢুঁ মারতে দেখা যায়। নির্বাচনে সেলিব্রিটিদের ইমেজ ব্যবহার করে বৈতরণি পার হওয়ার প্রবণতা ভারতের রাজনীতিতে প্রবলই। তাঁদের কতজন রাজনীতির লম্বা দৌড়ের ঘোড়া হতে পারেন, সেটি অবশ্য ভিন্ন বিষয়।

তবে আজ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর সাবেক ক্রিকেট তারকা ইউসুফ পাঠান জানান দিয়েছেন, তিনি রাজনীতির লম্বা ইনিংস খেলার জন্য তৈরি। নিজের ‘বড় ম্যাচের খেলোয়াড়’ তকমার প্রমাণ তিনি রেখেছেন ভোটের জটিল লড়াইয়েও।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে নির্বাচনে জিতেছেন ভারতের হয়ে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি ও ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী ইউসুফ পাঠান। হারিয়েছেন পাঁচবারের সংসদ সদস্য, ভারতীয় কংগ্রেসের পোড়-খাওয়া নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে। জয়ের ব্যবধান ৭৫ হাজার!

লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মোট আসন ৪২। সেখানে ইউসুফ লড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে। ইউসুফকে যেদিন মমতা বহরমপুরে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছেন, সেদিন থেকেই প্রতিক্রিয়াটা ছিল মিশ্র। অবাঙালি ইউসুফ পাঠান বরোদার মানুষ। পশ্চিমবঙ্গে তিনি কতটা সুবিধা করতে পারবেন, মতভেদ ছিল সেটি নিয়েও। বিশেষ করে অভিজ্ঞ রাজনীতিক অধীর চৌধুরীর সঙ্গে তিনি টক্কর দিতে পারবেন কি না, সেটি নিয়ে ছিল অনেক শঙ্কা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াইটা দারুণভাবেই জিতেছেন ইউসুফ। অনেকটা তাঁর মারকুটে ব্যাটিং স্টাইলের মতোই।

ইউসুফের ছোট ভাই ইরফান পাঠানও দীর্ঘ সময় ধরে খেলেছেন ভারতীয় দলে। বাঁহাতি পেস বোলিং অলরাউন্ডার ইরফান তিন সংস্করণেই ভারতের জার্সিতে খেলেছেন। বড় ভাই ইউসুফের তুলনায় ইরফানের খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ার বেশ সমৃদ্ধ।

ইউসুফ ভারতীয় দলের হয়ে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি খেললেও টেস্ট খেলা হয়নি। তবে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছেন। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়েও দুবার শিরোপা জিতেছেন।

তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে তাঁর জনপ্রিয়তা ও বহরমপুর আসনের মুসলিম ভোটের আধিক্যকে মাথায় রেখেই ইউসুফ পাঠানকে সেখানে অধীর চৌধুরীর মতো প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছিল। ‘বড় ম্যাচে’ই ইউসুফের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল তৃণমূলকে উদ্ধারের। সেই দায়িত্ব পালনে দারুণ সফল তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জিতেছেন ভারতের আরেক সাবেক ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ।

দুর্গাপুর-বর্ধমান আসনে তিনি হারিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) হেভিওয়েট প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে। দিলীপ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতা। কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন রাজ্য সভাপতি।

কীর্তি আজাদও ইউসুফ পাঠানের মতো তৃণমূলের আলোচিত প্রার্থী ছিলেন। ১৯৮৩ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য কীর্তির অবশ্য একটা পুরোনো রাজনৈতিক পটভূমি আছে।

বিহারের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ভগবত ঝাঁ আজাদের ছেলে কীর্তি একসময় বিজেপি করতেন। টানা দুবার সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন ওই দলের প্রার্থী হিসেবে। তখন অবশ্য তিনি জিতেছিলেন নিজের রাজ্য বিহার থেকে। দিল্লি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের দুর্নীতি নিয়ে সাবেক মন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে বিবাদের কারণেই তিনি বিজেপিছাড়া হয়েছিলেন।

মোদির অবিলম্বে পদত্যাগ চাই

▶ *প্রথম পাতার পর*

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইপো তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূলের অভাবনীয় জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল সুপ্রিমো পুনরায় নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে। এমনকী সমালোচনা করতে ছাড়েননি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরিকেও। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে নির্বাচনী প্রচারে প্রায় ডেইলি প্যাসেঞ্জারের মতো সভা করা মোদি ও অমিত শাহ বারে বারে বলে এসেছিলেন দেশে ৪০০ আসন পার করেব বিজেপি। কিন্তু ৪০০ আসন তো দূরের কথা বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় মমতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগ দাবি করেছেন।

মমতা বলেন, আমি খুশি যে প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাননি। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন, তাঁর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত কারণ তিনি বলেছিলেন যে এবার তারা ৪০০ আসন অতিক্রম করবে। এত অত্যাচার করার পরেও, এত টাকা খরচ করার পরেও মোদিজি ও অমিত শাহের এই ঔদ্ধত্য, ভারত জিতেছে আর মোদী হেরেছে। এমনকী অযোধ্যায় হেরেও গিয়েছেন তাঁরা।মমতা বিজেপির আসন হ্রাস প্রসঙ্গে বলেন, ‘মোদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে অত্যাচার করত। যত খুশি বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে। রাজ্যের প্রধানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। এজেন্সির রাজনীতি করেছে। এ বার ওরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এ বার কি আমরা ছেড়ে দেব? আশা করি ইন্ডিয়ার সদস্যরাও ছেড়ে দেবে না। বরং আমাদের টিম বাড়বে।কমবে না। এখানেই থেমে থাকেননি মমতা। তিনি বলেন, মোদি যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেত তবে দেশ থাকত না। এনডিএ এখন ‘লস্ট কেস’। তাই যারা ওদের সমর্থন করবেন বলে ভাবছেন, তাদের আমরা বারণ করব। এর থেকে বেশি কিছু করতে পারি না। তবে মানুষকে আমি ধন্যবাদ জানাব। তাঁদের ভালবাসার কাছে আমার মাথা নত করতে ইচ্ছে করছে। এর পরে আমাদের লক্ষ্য হবে একটাই , বাংলার যে সমস্ত অর্থ ওরা আটকে রেখেছে, বাংলাকে যে সমস্ত সুবিধা থেকে কেন্দ্র বঞ্চিত করেছে, সেই সব আদায় করে আনা। কেন্দ্রে আর ওদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে না। তাই যথেচ্ছ বিল পাস করতে পারবে না। আমরা আমাদের অধিকার আদায় করতে পারব। মোদিকে নিশানা করে মমতা বলেন, মোদি তোমার ভোট অন্য কোথাও যায়নি। তোমার ম্যাজিক শেষ। তোমাকে পদত্যাগ করতে হবে। মমতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, বিজেপি ওয়ান থার্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি তাই ইচ্ছা করলেই যে কোন বিল পাস করতে পারবে না।

এদিন গণনা কেন্দ্রে অবজার্ভারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে মমতা বলেন বেশ কয়েকটি সিটে সার্টিফিকেট আটকে রেখেছে আমাদের জয়ী প্রার্থীদের। মমতার অভিযোগ করে বলেন, আপনারা তমলুকে দেখেছেন, ওটা ইলেকশন নয়, যা করেছিল নন্দীগ্রামে আমার বেলায় ওখানেও টোটালটা রিগ করেছে, তাতেও যা ভোটে জিতেছে রি কাউন্টিং হলে ভি ভি প্যাড কাউন্টিং হলে ওটাতেও হেরেছে। বিজেপি অবজারভার দেখে দেখে বাংলায় পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মমতা। মমতার আরও অভিযোগ, স্টেট পুলিশকে কোন কাজেই লাগাইনি, মোট সেন্ট্রাল ফোর্স ইন্ডিয়ার যত সব এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে, সব থেকে টর্চার বাংলার উপর হয়েছে।

সন্দেশখালি প্রসঙ্গে মমতা বলেন, আমি খুশি একটাই কারণে কারণ যে সন্দেশখালি নিয়ে এত কুৎসা আমার মা বোনেদের অপমান করেছে সেই সন্দেশখালিতেও আমরা জিতেছি।

ইলেকশন চলাকালীন ২৬ হাজার টিচারের চাকরি খেয়ে নেওয়া এবং ১৫ লক্ষ ওবিসি বাতিল প্রসঙ্গে মমতা বলেন, আমি খুশি নরেন্দ্র মোদি ‘হেরেছেন’। মানুষ ওনাকে জবাব দিয়েছে। ওর অবিলম্বে উচিত পদত্যাগ করা।

বিজেপির বিরুদ্ধে মেমতার আরও অভিযোগ, ‘ওরা কম চেষ্টা করেনি। বিধায়কদের অর্থ দিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছু করতে পারেনি। উল্টে যে অযোধ্যা নিয়ে ওরা এত কিছু করল, সেখানেই হেরে গিয়েছে। এই জয় মানুষের জয়, বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র জয়। আমি আমার সমস্ত ‘ইন্ডিয়া’র সঙ্গীদের সমর্থন জানাচ্ছি। যাঁরা আছেন। যাঁরা আমাদের সঙ্গে জুড়তে চান। তাঁদের প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা।’ ইন্ডিয়া জোটের জয়ে উৎফুল্ল মমতা বলেন, ‘এই জয় মানুষের জয়, বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র জয়। আমি আমার সমস্ত ‘ইন্ডিয়া’র সঙ্গীদের সমর্থন জানাচ্ছি। যাঁরা আছেন। যাঁরা আমাদের সঙ্গে জুড়তে চান। তাঁদের প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা। তিনি আরও বলেন, রাহুলকেও অভিনন্দন জানিয়েছি। কিন্তু ওরা এখনও জবাব দেয়নি। সে ওরা যা করে করুক। যোগাযোগ না করলে কোনও অসুবিধা নেই। অধীরের হার নিয়ে মমতা বলেন, ‘উনি কংগ্রেসের নেতা নন। উনি আসলে বিজেপি। আর বিজেপিকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এছাড়া মমতা বলেন, বহরমপুরে তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। পাঠানকে অভিনন্দন।

উগান্ডাকে উড়িয়ে শুরু আফগানিস্তানের বিশ্বকাপ

আপনজন ডেস্ক: ব্যাট হাতে কাজটা করেছেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান। দুজনেই খেলেছেন ৭০ ছাড়ানো ইনিংস। আর বল হাতে কাজটা করেছেন ফজলহক ফারুকি। ৯ রানে এই পেসার নিয়েছেন ৫ উইকেট। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা উগান্ডাকে বড় ব্যবধানে হারাতে এর চেয়ে বেশি কিছু আফগানিস্তানের দরকার হয়নি। গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে উগান্ডাকে রশিদ খানের দল হারিয়েছে ১২৫ রানে।

আফগানিস্তানের ৫ উইকেটে ১৮৩ রানের জবাবে উগান্ডা থেমেছে ৫৮ রানে।বিশ্বকাপে এটি আফগানিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের ব্যবধানে জয়। আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ রানের জয় এসেছে ২০২১ বিশ্বকাপে। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ১৩০ রানে জিতেছিল আফগানিস্তান। আজ ১৮৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে মূলত পাওয়ার প্লের মধ্যেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় উগান্ডা। পাওয়ার প্লেতে ২১ রান তুলতে ৫ উইকেট হারায় তারা। এরপর উগান্ডার ব্যাটসম্যানরা শুধু হারের ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছেন। সেটাও খুব বেশি পারেননি। উগান্ডার হয়ে সর্বোচ্চ ১৪ রান করেছেন রবিনসন ওবুয়া। ৫ উইকেট নেওয়া ফারুকির বোলিং ফিগার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চতুর্থ সেরা।

বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে টসে জিতে আফগানিস্তানকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় উগান্ডা। সেই আমন্ত্রণ ভালোভাবেই গ্রহণ করে আফগানিস্তান। দুই ওপেনার গুরবাজ ও ইব্রাহিম গড়েন ১৪.৩ ওভারে ১৫৪ রানের জুটি। যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটি। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটি এটি। সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটি এসেছিল গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনালে জস বাটলার ও অ্যালেক্স হেলস মিলে ১৭০ রানের জুটি গড়েছিলেন। আজ ৪৬ বলে ৭০ রান করেন জাদরান। গুরবাজ করেন ৪৫ বলে ৭৬ রান। বিনা উইকেটে ১৫৪ রান তোলা আফগানিস্তান স্বাভাবিকভাবেই ২০০ রানের বেশি তুলতে চেয়েছিল। তবে সেখান থেকে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় উগান্ডা। ১৫ থেকে ২০-এই ৬ ওভারে আফগানিস্তান রান তুলতে পারে মাত্র ৩১, উইকেট হারিয়েছে ৫ টি। সবচেয়ে বড় কথা এই ৬ ওভারে একটি বাউন্ডারিও মারতে পারেননি মোহাম্মদ নবীরা।

আফগানিস্তানের ১৮৩ রানের প্রায় পুরোটাই করেছেন দুই ওপেনার। গুরবাজ ও ইব্রাহিম মিলে করেছেন ৯১ বলে ১৪৬ রান। বাকি সবাই ৩০ বলে তুলেছেন মাত্র ২৭। কেউ কোনো বাউন্ডারি মারতে পারেননি। কসমাস কিয়েউতা ও ব্রায়ান মাসাবা দুটি করে উইকেট নেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
আফগানিস্তান: ২০ ওভারে ১৮৩ / ৫ (গুরবাজ ৭৬, জাদরান ৭০, নবী ১৪ *; কিয়েউতা ৪-০-২৫-২, মাসাবা ৪-০-২১-২, রামজানি ৪-০-৩৩-১)
উগান্ডা: ১৬ ওভারে ৫৮ / ১০ (ওবুয়া ১৪, রিয়াজাত ১১; ফারুকি ৪-০-৯-৫, নাভিন-উল-হক ২-০-৪-২, রশিদ ৪-০-১২-২)
ফল: আফগানিস্তান ১২৫ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ফজলহক ফারুকি (আফগানিস্তান)।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে পান্ডিয়া-পন্ত যা বললেন

আপনজন ডেস্ক: এগিয়ে আসছে আরেকটি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। ৯ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে দেখা হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের। এর আগে এই ম্যাচ নিয়ে বাড়ছে আলোচনা। দুই দেশের সাবেক ক্রিকেটার আর সমর্থকদের সঙ্গে ম্যাচটি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন ভারত ও পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলে যাঁরা আছেন, তাঁরাও। ম্যাচটি নিয়ে স্টার স্পোর্টসে কথা বলেছেন ভারতের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্ত। রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট দল এক যুগের বেশি সময় ধরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয় না। তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের লড়াই দেখতে ক্রিকেটপ্রেমীদের বিশ্বকাপ কিংবা এশিয়া কাপের দিকে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকতে হয়। এই ম্যাচের টিকিটের চাহিদাও থাকে অন্য যেকোনো ম্যাচের তুলনায় বেশি। নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা ৩৪ হাজার। তবে টিকিটের জন্য এর ২০০ গুণ বেশি আবেদন জমা পড়েছে বলে গত ফেব্রুয়ারিতে জানিয়েছিল আইসিসি। পান্ডিয়া এমন সমর্থনের জন্য দর্শকদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, ‘যেখানেই যাবেন, সমর্থকদের দেখবেন। আমি নিশ্চিত, সবাই চান, আমরা যেন পাকিস্তান ম্যাচে জয় পাই। এটা স্বাভাবিক, এটা আমি মেনে নিই। একই সঙ্গে এসব থেকে দূরে থাকার চেষ্টাও আমি করি, মাঠে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**